

জীবনময়।

কাব্য।



শ্রীমদনমোহন মিত্র প্রণীত।



তৃতীয সংস্করণ।

ঢাকা রিপণ লাইব্রেরীহইতে প্রকাশিত।



ঢাকা—রঘুনাথ যন্ত্রে

প্রিণ্টার শ্রীনন্দকিশোর বসাকদ্বারা মুদ্রিত।



১২৯৬।

বিজ্ঞাপন।

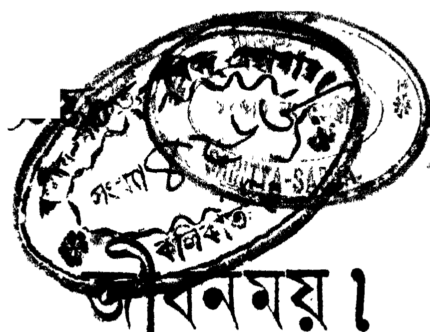


স্বদেশপ্রীতি, বিলাসশূন্য সংসারযাত্রা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, পরলোকের ছায়া, বাৎসল্যভাবে উপাসনা, কবিতার জগদতীত লক্ষ্য, সুখময় জগৎ, এই ক'টি বিষয়ে নানা জীবনের কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রগুলি "জীবনময়" নামে অভিহিত ইয়া প্রকাশিত হইল। জীবনময়দ্বারা সাহিত্য শিক্ষার্থী ছাত্রগণের কিঞ্চিদংশেও উপকার দর্শিলে যত্ন সফল মনে করিব। ইতি।

সন ১২৯৩।

শ্রীমদন মোহন মিত্র।





জীবনময়।

স্বদেশভক্ত জীবন।

১

রাখিয়াছি চিরদুখ লুকায়ে হিয়ায়,
না ফুকুরে করি হাহাকার,
না দেখায়ে ঢালি অশ্রুধার,
কত কথা মনে ফুটি মনেই শুকায়।

২

সুহৃদের প্রেম ভাঙ্গা খেদ নহে মোর,
নহে সুত বিয়োগের তাপ,
নহে কান্তা বিয়োগে বিলাপ,
জন্মভূমির দুখে হৃদয় বিভোর।

৩

কি বিষাদে জননীর এ বিষণ্ণ ভাব ?
কি তাপে এমন ম্লান মুখ ?
সবে ত দেখে না কি যে দুখ,
সবে ত বোঝেনা কি যে মায়ের অভাব।

৪

সবে জানে—আছে কত রতনের খনি,
বনে কত পারিজাত হাসে,
গগনে সোণার মেঘ ভাসে,
প্রকৃতি নয়নরমা সবুজবরণী।

৫

ভূমে ফলে সোণা, নদী ধরে পুণ্যনীর,
সুধাময় বহে সমীরণ,
মধুময় কুঞ্জে পাখিগণ,
সাগর পরিখা রূপে, পাহাড় প্রাচীর।

৬

সে বোঝে, যে দুখেদুখী—কি অভাব আর,
পাখী থাকি সোণার ভবনে,
কি অভাবে যেতে চাহে বনে,
এ অভাব—আপনাতে পর অধিকার।

৭

অনুভূতিময় নেত্রে দেখুক যে চাহে ;—
শোভা হাসে বাহিরে বাহিরে,
ভিতরে ভিতরে দুখ ফিরে,
দহিছে ভারতভূমি মরমের দাহে।

৮

ঐন্দ্রজালী বিতরণ বহিরাবরণ,
ভিতরে করিছে চীৎকার,
দুরভিক্ষ বিকট আকার,
সাথে ফিরে ভীমাকৃতি অকাল মরণ।

৯

তৃষিত ভারতবাসী শান্তিবারি হারা,
রাজনীতি মরীচিকা প্রায়,
বারি রাশি সমুখে দেখায়,
ধরিবারে ধেয়ে ধেয়ে শেষে যায় মারা।

১০

চিন্তাশীল আঁখি দিয়া দেখুক আবার,
চারি দিকে নব আলোজাল,
ভারতের এমনি কপাল,
ছিল যে আঁধার, আজো আছে সে আঁধার।

১১

ঠাঁই ঠাঁই চিত্রশালা বিচিত্র বাগান,
সারি সারি প্রাসাদ শোভেছে,
ভারতের ভাগ্যে সবি মিছে,
ছিল যে শ্মশান, আজো আছে সে শ্মশান।

১২

তাপে উন্মীলিত নেত্রে নেহারুক আসি,—
করুণার আঁখি অশ্রুহীন,
দয়ার হৃদয় স্বার্থে লীন,
ক্ষমার বদন ভরা চাতুরীর হাসি।

১৩

নেহারুক—ঘটিয়াছে মোদের যে দশা,
চাকুরি সোণার বেড়ি পায়,
হুকুমের বোঝাটী মাথায়,
বিদেশীর কৃপাকণা জীবন ভরসা।

১৪

ভাব বিদেশীর মনে, এ হাতে লেখনী,
লাভ বিদেশীর হাতে আছে,
ক্লান্তি সুধু আমাদের কাছে,
কথা বিদেশীর মুখে, মোরা প্রতিধ্বনি।

১৫

ছিন্ন হয়ে নৃপকুল-চিহ্ন কেতু গুলি,
এবে পড়ি মাটিতে লুটিছে,
তাতে রাশি রাশি মিশিতেছে
বিদেশী দলের চর্ম্ম পাদুকার ধূলি।

১৬

ছিনু ভাল, ছিনু মোরা কেবল আঁধারে,
এল বিদেশের খদ্যোতিকা,
চমকিল আলোক কণিকা,
দেখা দিল এ নরক ভীষণ আকারে।

১৭

কভু খেলি পুরাতন জীর্ণ স্মৃতি লয়ে,
স্মৃতি মোরে দেখায় স্বপন,—
স্বাধীনতা অতুল রতন,
ছিল দু'হাজার বর্ষ আগে এ নিলয়ে।

১৮

উড়িত জগত জয়ী ভারত নিশান,
ছিল সৌধ—মেঘভেদী শির,
ছিল ধনী, জ্ঞানী, কবি, বীর,
ছিল রে জীবন্ত অসি, জাগ্রত কামান।

১৯

বিচরিত সাগরে সাগরে রণপোত,
হরিত না কারু স্বাধীনতা,
দেখাইতে কেবল বীরতা,
বহাইত রণবাড় প্রতাপের স্রোত।

২০

হাসিয়া হাসিয়া স্মৃতি দুখীরে কাঁদায়,
কি কাজ ডাকিয়া দূর ব্যথা,
কি কাজ আনিয়া মৃত কথা,
কি ফল গৌরব করি লুপ্ত মহিমায়।

২১

হৃদয়ে নাহিক তেজ, ভুজে নাহি বল,
জ্বলন্ত সাহস নাই বুকে,
জীবন্ত কিরণ নাই মুখে,
দৃঢ়তা নাহিক মনে, রোদন সম্বল।

২২

বিদেশীরা অশ্রুঢালা স্তুতি নাহি শোনে,
কত অশ্রু বনে গেল মারা,
ঢালি না ভিক্ষার অশ্রু ধারা।
খানিক আরাম পাই অশ্রু বরিষণে।

২৩

নবাগত বিদেশীর প্রতি আশা ছিল,
করিবেক ভারতের হিত,
ঘটাইল তার বিপরীত,
উভয়তঃ মিশামিশি নাহি উপজিল।

২৪

রহিয়াছে কি এক পাষাণময় বাধা,
গঙ্গা যমুনার জল রাশি,
মিশিল না—এক ঠাঁই আসি,
ভারতে কি মিশে নারে কাল আর সাদা?

২৫

কোথা আমি ক্ষুদ্র কীট, কোথা দেশোদ্ধার,
কি ফল মাতিয়া দুরাশায়,
কি ফল বিফল ভরসায়,
বিধি কৃপা বিনে দুখ ঘোচে কবে কার?

২৬

মা এবে কপাল দোষে পরের অধীনা;
তা ব'লে কি ছেড়ে যেয়ে মাকে—
মা বলিব অপর কাহাকে?
ছেলে কি সুখের ভাগী, দুখে কি দুখী না?

২৭

বিপন্না মায়েরে ফেলে চলে যায় যারা,
লুকায়ে দুখিনী মা'র নাম,
ভাই দিগে ভাবিয়ে গোলাম,
হয় পরদেশবাসী কুসন্তান তারা।

২৮

ধিক্ তারে পরধনে যায় তৃষা লেশ,
চাহিনা পরের রম্য সাজ,
রম্য পরদেশে নাহি কাজ,
অধন অমান হৌক্ তবু নিজ দেশ।

২৯

স্বদেশের নাবিকের সুরভাঙ্গা গান,
স্বদেশের ভাঙ্গা কুড়ে গুলি,
স্বদেশে পথের কাদা ধূলি,
জুড়ায় এ অধীনতা-তাপিত পরাণ।

৩০

স্বদেশে দিবার শেষে শাকান্ন গ্রহণ,
যদি বা স্বদেশে উপবাস,
স্বদেশে পরের ঘরে বাস,
শ্লাঘনীয় ভাবে, পরদেশ-তপ্ত জন।

৩১

স্বদেশের কারাগারে আছি, এই ভাল,
দ্বীপান্তরে যাইতে চাহিনা,
স্বভূমিরে ভুলিতে পারিনা,
স্বভূমি মায়ের মায়া এ আঁধারে আলো।

৩২

দরিদ্রতাময়—তবু জননীর কোল,
হাহা—তবু জননীর ভাষ,
উষ্ণ—তবু জননীর শ্বাস,
শোকে তাপে ভরা—তবু স্নেহের হিল্লোল।

৩৩

হিংস্র বিভীষিকাময়—তবু মাতৃবন,
তরঙ্গে গরজে ভয়ঙ্কর—
তবু স্বদেশের জলধর,
নিদাঘে তপত—তবু মা'র পরশন।

৩৪

মা হারায়ে সুখ ভোগ চাহিনা জীবনে,
মাকে নিয়ে যদি যেতে পাই,
তবেই স্বরগ-পুরে যাই,
তাও ভাল—যদি ডুবে মরি মা'র সনে।

৩৫

স্বদেশেরি ভাবনায় হোক্ আয়ুঃ শেষ,
অভিলাষ আর কিছু নাই,
আমার শরীর হয়ে ছাই,
স্বদেশের মাটীতে মিশুক্ অবশেষ।

৩৬

স্বদেশের দুখে অশ্রু ঝরে যে নয়নে,
সেই নয়নের কাছে রাখি,
আমার এ অশ্রুঝরা আঁখি,
পরাণ খুলিয়ে কাঁদি, এই সাধ মনে।

৩৭

হৃদে আছে ভকতি, স্তুতির গীত কত,
হৃদে আছে কত অশ্রুকণা,
হৃদে আছে ফুটিয়া বাসনা,
পূজিব মায়েরে, এই আজীবন ব্রত।

৩৮

জনমভূমির পদছায়ায় থাকিব,
জনমভূমির দুখ-গীতি—
গাব নব নব নিতি নিতি,
স্বদেশ ভকতি লয়ে জীবন যাপিব।

কৃষকজীবন।



প্রথম দৃশ্য।

১

বিরাজে কৃষকপল্লী নয়ন রমণ,
মিশামিশি শত শত কুটীরে কুটীরে,
দু'দিকে বিশাল মাঠ আর দিকে বন,
নিরখিনু বঙ্গদেশে তটিনীর তীরে।

২

সে নদীতে ঢেউ পরে ঢেউ লয়ে বুকে,
দুলি দুলি ধীরে এক তরী চলি যায়,
ঢেউ তোলা হাসি যেন নিশানের মুখে,
পল্লীবাসী ছেলে দল মিলি দেখে তায়।

৩

সে মিলিত চাহনি চাঁদের কলা রাশি—
সমীপে পুলিনে, যেন পূর্ণিমা ছড়া'ল,
পরাণের এককণা তিমির বিনাশি,
তরী আরোহীর চোখে নিমেষে ফুরা'ল।

৪

আগুসরি যায় তরী, আরোহীরা দেখে–
আসিছে কলসী কাঁকে ঘাটে কত নারী,
কেহ কোলে তোলে ছেলে কলসীটী রেখে,
ডুবায় কলসী কেহ তুলিবারে বারি।

৫

কলসী দোলায়ে জল সরাইছে কেউ,
ধীরে ধীরে সরে বারি হেলিয়া দুলিয়া,
আঁখির পলকে বেগে আসি এক ঢেউ,
শিশুর মতন কোলে ওঠে ঝাঁপ দিয়া।

৬

নিমজ্জিতকণ্ঠে কত কুমারী রয়েছে,
স্নেহের কমল গুলি ভাসে যেন ফুটি,
শৈবলে জড়িত হয়ে অধিক শোভেছে,
বিরাজিছে মায়ার ভ্রমর দু'টি দু'টি।

৭

মায়েরে ছাড়িয়া কোনো বালক চপল,
ডুবি ডুবি সাঁতারিয়া কিছু দূর চলে,
শোনেনা মায়ের মানা, বিলোড়িছে জল
অমনি জননী তারে টেনে আনে বলে।

৮

কোনো ছেলে খেলা করে কাদা মেখে গায়,
মেয়ের গায়ের কাদা ধোয় কোনো নারী,
কোনো শিশু নিকটে নাহিক হেরি মায়,
মাকে খুঁজে ফিরে মুখ নেহারি নেহারি।

৯

ঘোম্‌টায় মুখ খানি ঢেকে ডুব দিয়ে,
জল হ'তে ঘোম্‌টা সহিত উঠি তীরে,
জলবিন্দু কোটি কোটি ছেলে যেন নিয়ে,
চলিল গৃহের দিকে নববধূ ফিরে।

১০

কেহ নেয়ে উঠি ভরা কলসী রাখিয়া,
গাম্‌ছা জড়ায়ে চুলে নিসারিছে জল,
স্নেহময় ফোঁটা ফোঁটা সলিল ঝরিয়া,
অবনী-হৃদয় যেন করিছে শীতল।

১১

জল ভরা কলসী লইতে কাঁকে তুলি—
মেয়েটী পারেনা, কেহ উঠাইয়া দিল,
তরণী সরিয়া গেল, যেন ছবিগুলি—
দূরতার গরাসে পশিয়া লুকাইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বুঝিরে ত্যজিয়ে মণি রতন ভূষণ,
　পরিয়ে মলিন বাস,
　কমলা করেন বাস,
কৃষকের কুটীর ভবন।

২

একই চন্দ্রিকা যথা শত সরোবরে,
　সে মত সাগরসুতা,
　বিরাজেন কৃপাযুতা,
এই পল্লী মাঝে ঘরে ঘরে।

৩

মারবল্ নিরমিত সুরম ভবনে,
　রতন আসনোপরি,
　মায়েরে যতন করি,
রাখিতে নারিল ধনি-গণে।

৪

ছলে বলে যে ভূপতি রাখে কমলারে,
　সে ত প্রতারিত হয়ে,
　রত্ন রাশি বুকে লয়ে,
　থাকে স্বর্ণময় কারাগারে।

৫

যে গৃহে অক্লপাবতী কমলার যোগ,
সে নিলয়ে দুখ ভরা,
সুখের গিল্‌টী করা,
শালে যেন ঢাকা কুষ্ঠ রোগ্‌।

৬

নিশান উড়িছে যেই প্রাসাদ্‌ চূড়ায়,
কামান প্রহরী দ্বারে,
সিংহ মূর্ত্তি ভীমাকারে,
দীন সেথা বৃথা যেতে চায়।

৭

ভ্রমে যদি কভু কোনো দীন হীন জন,
কৃষক কুটীরে যায়,
সেই ত জানিতে পায়;
সেথা দয়া বিরাজে কেমন।

৮

মণি রহে খনি মাঝে লুকাইয়া মুখ,
কৃষকের নিকেতনে,
দীনতার আবরণে,
ঢাকা আছে গৃহ-শান্তি-সুখ।

৯

দেখিনু অতিথি বেশে যেয়ে সেই খানে,
কিছুরি অভাব নাই,
মরতে স্বরগ ঠাঁই,
শোক তাপ কেহ নাহি জানে।

১০

ভাবিলেম বালুকায় রতনের রেণু,
ঘরে কত দেববালা,
বনে কল্পতরুমালা,
চরে শত শত কামধেনু।

১১

বিরাজেন রাশীকৃতা সেথা ধান্য দেবী,
কমলার সহচরী,
কৃষি অমৃতেশ্বরী,
কৃষক অমর তারে সেবি।

১২

কুটীরে স্বরগ ছায়া মনে লয় হেন,
কাঙ্গাল গৃহিণী সাজে,
বেড়ায় পল্লীর মাঝে,
শান্তির প্রতিমা গুলি যেন।

১৩

নাহি জানে হাব ভাব বিলাস চাতুরী,
কথা সাদা সিধা খোলা,
মন যেন ভোলা ভোলা,
মুখে মাখা করুণামাধুরী।

১৪

বৎসল ছায়াময় যেনরে লাবণী,
হাসি যেন স্নেহ ঝরা,
যেন স্নেহরাশি ভরা—
সকরুণ সরল চাহনি।

১৫

দয়ামাখা নিরমল সুকোমল মতি,
সুত পালনের মত,
অতিথি সেবায় রত,
অতুল উদার মায়াবতী।

১৬

জগতে কাহারো এক মাতা বিনা নয়,
শত শত মাতা ভবে,
নিরখিবে যদি, তবে
একবার এস এ নিলয়।

১৭

ইচ্ছা হয় চিরতরে হইগে অতিথি,
সেথা সুধাময় জল,
মধুময় বনফল,
মধুর শাকান্ন নব নিতি।

তৃতীয় দৃশ্য।

অঙ্গনের কোণে বসি হাতে নিয়ে কুলো,
ধান ঝাড়ে একনারী,
প্রাণের শিশুটী তারি,
কাছে খেলে—গায় মাখে ধূলো।

২

হামাগুড়ি দিয়া চলে, আবার দাঁড়ায়,
এলো মেলো পদ ফেলি,
ঢুলি ঢুলি হেলি হেলি,
লক্ষ্য ছেড়ে আরদিকে যায়।

৩

ভূমে পড়ি, ক্ষণে উঠি, পুন এসে ফিরে,
দাঁড়ায় মায়ের পিছু,
ধরিতে না পেয়ে কিছু,
ঘুরে এসে ধরে কুলোটীরে।

৪

মা উহারে মৃদু হাতে দেয় সরাইয়া,
মায়ের পরশ হারা—
হইয়ে অধীর পারা—
কাঁদে বাছা ধূলায় পড়িয়া।

৫

মা অমনি স্নেহময় সান্ত্বনার বোলে,
হাতের কুলোটী ছেড়ে,
গার ধূলো গুলো ঝেড়ে,
বাছারে আদরে লয় কোলে।

৬

মা'র মুখ পানে চেয়ে আধ আধ ভাষে,
অস্ফুটে কি জানি বলে,
আঁখি ঘেরা অশ্রু জলে,
তিলেকে আবার বাছা হাসে।

৭

স্নেহের পুতলী যেন হেসে পড়ে গলি,
দেব মুকতায় প্রায়,
চাঁদ মুখে দেখা যায়,
ক'টি নব দশনের কলি।

৮

অভিনব বিকসিত মায়াময় হাসে,
যেন দিব্য কোমলতা,
পুণ্যের সুবিমলতা,
স্বরগের পবিত্রতা ভাসে।

৯

মথি মথি মরত জীবন পারাবার,
বিকাশে সদয় বিধি,
সুত রূপ সুধা নিধি,
সেই জানে সুত আছে যার

১০

ক্ষণে আধ ঘুমে শিশু জননীর কোলে,
মুদো মুদো আঁখি দুটী,
চমকি চমকি উঠি,
এক একবার আঁখি খোলে।

১১

ধীরে ধীরে কোলে মাতা শিশুরে দোলায়,
ভালে ঘাম বিন্দু বিন্দু,
আঁচল চালনে মৃদু,
স্নেহময় বাতাস বহায়।

১২

অনিমেষনয়নে মা রয়েছে চাহিয়া—
শিশুর বদন পানে,
শবদ পশিলে কাণে,
শিশু কেঁদে ওঠে চমকিয়া।

১৩

ঘুম ঘোরে বুঝি হেরি স্বপন, আবার—
অস্ফুটে অস্ফুটে কাঁদে,
ক্ষণেকে কপোল চাঁদে—
উদে হাসি ঢেউ অমিয়ার।

১৪

জননী সে চাঁদ মুখে দেয় স্তন আনি,
ঘুমেতে দুগ্ধ পিয়া,
শিশুর মুগ্ধ হিয়া,
অবশ কোমল তনু খানি।

১৫

ঘুমেতেও বোঝে শিশু মায়ের পরশ,
মায়ের গায়ের বায়,
দুখ তাপ দূরে যায়,
আসে শান্তি আরাম হরষ।

১৬

সুত বিনা নিখিল জগত্ যেন মৃত,
তনয়ের সুখে সুখী,
তনয়ের দুখে দুখী,
যেই সদা সেই ত জীবিত।

১৭

শিশু তনয়ের তনু মাখা ধূলি কাদা,
না লাগে শরীরে যার,
বিফল শরীর তার,
এ জগতে সেই দুখী সদা।

১৮

বিলাসিনী ধনিনীরা লভিয়া তনয়,
পোষে তারে ধাত্রী দিয়া,
তাতে কি জুড়ায় হিয়া ?
পিক-কাক-লীলা মনে হয়।

১৯

কৃষকললনা দীনা মলিনবসনা,
জীবন বনের পাখী—
সুতে লালে বুকে রাখি,
পূরে স্নেহ সুখের বাসনা।

চতুর্থ দৃশ্য।

ছড়ায়ে শ্যামল আভা—
সন্ধ্যা এল ধীরে ধীরে,
পড়িছে শ্যামল ছায়া,
নদীর বিমল নীরে।

২

মিশিছে শ্যামল ছায়া,
হরিত বনালী শিরে,
চলে কৃষীবল দল,
ধেনু পাল লয়ে ফিরে।

৩

ভাঙ্গা চূরা মেঘ গুলি,
ছাইল গগন তল,
আকাশ চসিল যেন,—
প্রকৃতি চালায়ে হল।

৪

জনমিয়া রাশি রাশি,
শান্তি সুখ কৃষি ফল,
বুঝিরে রজনী কালে
ব্যেয়াপিবে ভূমণ্ডল।

৫

নিদাঘের সন্ধ্যা বায়ু,
সেবি পুলকিত মন—
আপন আপন গৃহে
আইল কৃষকগণ।

৬

শ্রম করে সারা দিন,
প্রখর আতপে যারা,
মধুর বিশ্রাম সুখ
নিশাকালে লভে তারা।

৭

অলস বিলাসী জন,
শ্রমেতে পরাঙ্মুখ,
পায়না আহারে তৃপ্তি,
লভেনা নিদ্রায় সুখ।

৮

ঘাম বিন্দু হীন দেহে,
বৃথা সুশীতল বায়ু,
যে মানব কার্য্য হীন,
বৃথা তার পরমায়ু।

৯

সংসারের হিত ব্রতে,
সদা যেই রত রয়,
তারি কাছে এ জগত্
বিমল আনন্দময়।

১০

ভবের হিতের কাজে
কৃষক যেমতি রত,
এ মরত পুরে আর
কে আছে রে এই মত?

১১

কৃষকেরা বাতাতপ,
প্রবল বরষা সহে,
সে শুভ যতন গুণে,
মানব জীবন রহে।

১২.

কৃষকেরা জনমায়,
জগতের মূলধন,
তা হ'তেই রাজধানী,
রাজহর্ম্ম্য রাজাসন।

১৩

কৃষক শোণিত জাত—
জগতের শিল্প সাজ,
সে শোণিতে পিড়ামিড,
সে মহাপুতুল তাজ।

১৪

ভাবিয়ে দেখিলে—রাজা,
কৃষকের অনুগত,
বিনয়ী কৃষক তবু
রাজার চরণে নত।

১৫

আপনারে নীচ ভাবে,
কৃষকের এই রীতি,
কৃষকেরা শিক্ষা দেয়,
জগতে ধরম নীতি।

পঞ্চম দৃশ্য।

নিশায় কৃষক এক,
বসেছে আপন ঘরে,
গৃহিনী যোগায় পান,
নৈশ আহারের পরে।

২

স্তবধ নীরব পল্লী,
ঘুমায়েছে শিশু সব,
বউ কথাকও পাখী
থেকে থেকে করে রব।

৩

ঘরের দুয়ার খোলা,
পশেছে চাঁদের ভাতি,
তাহে ঘর আলোকিত,
কি কাজ জ্বালিয়া বাতি।

৪

না হেরিয়ে সারাদিন,
আঁখি যেন তৃষাতুর,
এবে প্রিয়া রূপ পিয়া,
করে মনোরথ পূর।

৫

কটাখ্ চাতুরী নাহি,
তবু আঁখি ভাব ভরা,
উদার সরল হাসি,
সরল হৃদয় হরা।

৬

নহে ঝুঠা, অনুরাগ,
মাহি কলুষিত লাজ,
জানেনা ফুলের মালা—
গাঁথিয়ে করিতে সাজ।

৭

জানেনা বাঁধিতে খোপা,
জানেনা পা'কাতে বেণী,
এলিয়ে পড়েছে চুল,
পরা মোটা ধুতি খানি।

৮

চাহেনা সোণাব হার,
পরেছে পুতির মালা,
পরেছে কাচের চুড়ি,
চাহেনা সোণার বালা।

৯

যুবতী নাথের পানে,
চাহিছে সরল দিঠে,
বিলম্বে পলক ফেলে,
তবু নাহি সাধ মিঠে।

১০

দম্পতী আলাপে নহে—
রসিকতা পরিপাটি,
যাহে মিহি তার কলি,
সে সোণাত নহে খাটি।

১১

যে প্রেমে কলুষ বিষ,
বিলাসীর তাহে ক্ষুধা,
এ প্রেম সাগরে শুধু,
নিহিত বিমল সুধা।

১২

অকলুষ প্রেম লীলা,
যদি বরণিবে কবি,
দেখে নেও একবার,
কৃষকদম্পতী ছবি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নূতন মেঘের জলে—
সিকত ধরণী তল,
সরু সরু ধান গাছে,
মেলেছে নূতন দল।

২

পাতলা সবুজ রঙ্গে—
এবে সারা মাঠ ঢাকা,
স্বভাবের তুলিকায়—
যেন রে ছবিটী আঁকা।

৩

কিছু দিনে বরষা ত
নূতন যৌবন পেল,
বাড়িল ধানের গাছ,
নূতন জোয়ার এল।

৪

ক্ষেতের বুকের পরে.
অলপে অলপে চলে,
ধান বনে লুকাইয়া,
ঢেউ হাসে তলে তলে।

৬

সাঁতারি সাঁতারি খেলে,
বালি হাঁস জোড়া জোড়া,
ধীরে ধীরে চরে বক,
সুগভীরে ডাকে কোড়া।

৬

নিবিড় সবুজ আভা,
সারা মাঠ ছড়াইল,
নূতন ধানের ছড়া,
কিছু দিনে দেখা দিল।

৭

বাড়িল বরষা স্রোত,
ডুবু ডুবু ধান গাছ,
আড়ালে আড়ালে ভেসে,
ঝাঁকে ঝঁকে ফিরে মাছ।

৮

হাসে কত পদ্ম ফুল,
ভাসে কত পদ্ম পাত,
কুমুদ কমল-কলি,
দোলায়ে বহিছে বাত।

৯

সিঙ্গারা শৈবালে ঘেরা—
কলম্বী কুসুম হাসে,
ছোট ছোট নৌকা গুলি,
ছুটে ছুটে যায় আসে।

১০

বউটী অনেক দিন,
রয়েছে মায়েরে ছাড়ি,
বড় আশা, বরষায়,
যাইবে বাপের বাড়ী।

১১

চৌদিক জলের পানে,
বার বার দেখে চেয়ে,
চমকি চমকি ওঠে,
নৌকার শবদ পেয়ে।

১২

স্বামীর আলয় হ'তে,
আজি বরষেক পরে,
প্রাণের নন্দিনী এল,
এক কৃষকের ঘরে।

১৩

সুখের বাপের দেশ,
সোণার বাপের বাটী,
যেন রে পরশমণি—
জনম গৃহের মাটী।

১৪

ছেলেটীরে কাঁকে কোরে,
মা'র কাছে মেয়ে গেল;
শরদের উমা যেন—
বরষায় কালে এল।

১৫

সোণার প্রতিমা মেয়ে—
ফিরে আসে ঘরে যায়,
মাটীর প্রতিমা তবে,
কি কাজ গড়ায়ে তায়।

১৬

উথলিল মা'র মনে,
দুখ ভেদি সুখ রাশি,
মায়ের নয়নে জল,
মেয়ের বদনে হাসি।

১৭

মায়ের জুড়া'ল আঁখি,
পূরিল মনের সাধ,
পূর্ণিমা চাঁদের কোলে;
হেরি দ্বিতীয়ার চাঁদ!

১৮

যুবতী হইলে মেয়ে,
মা কি তারে কোলে নেয় ?
আপন বদলে মেয়ে,
মা'র কোলে ছেলে দেয়।

১৯

নাতিটীরে কোলে এনে,
সোহাগ করিছে আই,
এ নিলয়ে উছসিত—
সুখের কিনারা নাই।

২০

প্রকৃতির লীলা রঙ্গ—
বঙ্গে, কত বরষায়,
কৃষকের আশা বাড়ে,
ভাবী দিন ভরসায়।

সপ্তম দৃশ্য।

হেমন্তের শেষ ভাগ,
কৃষক মানস লোভা,
পল্লীর সমীপে কিবা—
বিশাল মাঠের শোভা।

২

অমেঘ গগন তল,
অসীম নীলিম কায়,
বাঁকিয়ে পড়েছে যেন,
দূর হ'তে দেখা যায়।

৩

হরিতিমবনালীর,
মাঠ সীমে বাঁকা রেখা,
যেন রে গগন তায়—
মিশিয়াছে, যায় দেখা।

৪

জুড়িয়াছে আধ মাঠ,
সুফলিত ধান যত,
ছড়ায় সোণার আভা,
ভারে আধ অবনত।

৫

মাথায় সোণার চূড়া,
অমর বাহিনী যেন,
মানবের শান্তি হেতু,
ভবে এল, ভাবি হেন।

৬

অথবা বাসব যেন—
স্বর্ণরাশি বরষিল,
ধানের আকার ধরি,
মানবেরে দেখা দিল।

৭

দোলায়ে ধানের চূড়া,
বহে বায়ু শর শরে—
কমলা চরিত গীত—
গেয়ে যেন মাঠে চরে।

৮

শোভিছে সরিষা ফুল,
একদিকে বেয়াপিয়া,
মহীর ভূষণ যেন,
গড়া কাঁচা সোণা দিয়া.

৯

একপাশে উচু ভুমে,
কন্দ, শাক—নানা জাতি
একই সবুজে, নানা—
ঈষৎ পৃথক্ ভাতি।

১০

আর দিকে ইক্ষু বন,
ছড়ানো দীঘল পাতা,
ক্লান্তি পরবশ তনু—
কৃষকেরে ছায়াদাতা।

১১

প্রান্তরের আর দিক—
জুড়িয়া রয়েছে ঘাস,
বিলোকন বিনোদন—
সবুজবরণ ভাস।

১২

এই গোচারণ ঠাঁই—
চরিছে গাভীর পাল,
বাছুর বেড়ায় নেচে,
ঝুলিছে নাভির নাল।

১৩

একবার নেচে নেচে,
চলে যায় বহু দূরে,
আবার গাভীর কাছে,
চলে এসে ফিরে ঘুরে।

১৪

ছাড়ি ছাড়ি ধরি ধরি,
  সুরভীর স্তন গুলি,
উছলি উছলি বাছা,
  দুধ পিয়ে মুখ তুলি।

১৫

স্নেহময়ী গাভী মাতা,
  লেহে বৎসের দেহ,
এ নিখিল চরাচরে,
  অতুল, মায়ের স্নেহ!

১৬

ওই যে কাতরে ডাকে,
  সুরভী বৎস হারা,
একদিকে চেয়ে আছে,
  ঝরিছে নয়নে ধারা।

১৭

ওই যে রাখাল দল,
  এদিক্ ওদিক্ ধায়,
খেলায়, বিবাদ করে,
  হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়

১৮

ওই যে গরজি খাসে—
রাঙ্গা চোখে নত ঘাড়ে—
শিঙ্গে শিঙ্গে লাগাইয়া
বিবাদিছে ষাঁড়ে ষাঁড়ে ।

১৯

সেই ত পবিত্র ঠাঁই,
যেই খানে গাভী চরে,
গাভীর পরশ সদা
ধরার কলুষ হরে ।

২০

বৎসের পান শেষ—
পয়ঃ ফেণা কণা ঝরে,
সিকতিয়া গোচারণ—
নিতি নিতি পূত করে ।

২১

নরের অপর মাতা.
গাভী এই চরাচরে.
গাভীর যতনে ধরা;
নরের জীবিকা ধরে ।

অষ্টম দৃশ্য।

হাসিয়া পূরব দিক্, কৌতুক লীলায়—
মেঘের উপর দিয়া সোণা দিল ঢালি,
নিমেষে তটিনী তনু হয়েছে সোণালী,
মাঠে আসি মিশিয়াছে সোণায় সোণায়।

২

কৃষীবলদল কৃষিফল অনুরাগী,
বাহিরিছে পল্লী হ'তে চিত্ত কৌতূহলে,
সোণার আকর—মাঠ পানে দ্রুত চলে,
জীবিকার স্বর্ণ ফল আহরণ লাগি।

৩

মরকত হইতে রতন মূল্যবান্,
রতন হইতে বহু মূল্যের মাণিক,
মাণিক হইতে মূল্য ধরে সমধিক—
আপন যতন জাত সুফল নিধান।

৪

পাকা ধান গাছ এবে, কাটে সবে সুখে,
সোণার বরণ ছড়া ছড়ায়ে ছড়ায়ে,
পড়িতেছে চারিদিকে গড়ায়ে গড়ায়ে,
হাসির তরঙ্গ যেন বসুধার মুখে।

৫

শুক পাখী মেঘের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে,
উড়ি উড়ি পড়িতেছে ধানের উপর,
তাড়াইছে কৃষীবল-বালক নিকর,
যায়, পুন আসে, নাহি যায় নাহি থাকে।

৬

কৃষকেরা মাথে বয়ে গৃহে আনে সব,
পল্লী মাঝে শুভদিনে নবান্ন পরব,
ঘরে ঘরে মেয়েদের হুলহুলি রব,
রোপে কদলিকা, স্থাপে ঘট সপল্লব॥

৭

সদা রত কৃষক প্রকৃত উপকারে,
এদের গুণের পানে কেহ নাহি চায়,
সবে সুধী কবি বীরদের গুণ গায়,
না হেরে হর্ম্ম্যের ভিত, পতাকা নেহারে।

৮.

অনেকে হিতৈষী সাজি গরবে বেড়ায়,
আকাশেরে বেঁধে এনে ভেল্‌কী কথায়,
সুললিত উচ্চ রব জগতে ছড়ায়,
শূন্যের সে বুদ্‌বুদ্‌ শূন্যে মিশি যায়।

৯

কত হিত করে তরু জনমিয়া ভবে,
কোন কালে গরবের কথাটী না কয়,
সেরূপ গরবহীন কৃষক নিচয়,
জগতের উপকার সাধিছে নীরবে।

১০

সলিলের সেক, আর মাটীর আশ্রয়
বীজের শকতি, সুরভীর সহায়তা,
কৃষকের শ্রম, এই পাঁচের একতা,
মানবে সজীব রাখে মরত নিলয়।

১১

আদি পুরুষের হাতে ছিল যে লাঙ্গল,
তায় ছেড়ে দিয়ে কালে তার সুতগণ,
করেছে ধনুক, অসি, লেখনী ধারণ,
রাখিয়াছে হাতে তায় কৃষক কেবল।

১২

আদি আর্য্য কুলের যে ছিল রীতি নীতি,
কৃষক পালিছে তায়, সেই মত বাস,
সেই মত গোপালন, সেই মত চাষ,
আদিম ধরম ব্রতে কৃষকেরা কৃতী।

তাপস জীবন।



প্রথম দৃশ্য।

১

হিমালয়-হৃদে এক মনোবিনোদন—
সুরম নিভৃত ঠাঁই,
যাহার উপমা নাই,
কোথাও মরত পুরে,
ভারতের শান্তি নিকেতন।

২

উদার উদার দৃশ্য মধুর মধুর,
বিরল বিরল তরু,
রাজে নানা তরুবর,
মাঝে সমতল ভূমি,
কুটীর আবাস নাতিদূর।

৩

সেথা তরুমূলে এক শান্তদরশন,—
বিনোদ উদার ছবি,
যেন রে তরুণ রবি—
পরেছে ঊষারঙ্গানো—
বারিধর গেরুয়া বসন।

৪

বসিয়াছে ধরাসনে উজল মূরতি,
বরণ তপত সোণা,
হরষের অশ্রু কণা,
ঝুলিছে নয়ন কোণে,
উথলিছে হৃদয়ে ভকতি।

৫

স্বরগীয় ভাবময় পুলকে পুলকে—
যেন তরঙ্গিত কায়া,
বদনে আনন্দ ছায়া,
খেলিছে দয়ার দ্যুতি,
নয়নের পলকে পলকে।

৬

এ সময়ে সেখানে পথিক এক জন,
তাপসের কাছে গিয়া,
দাঁড়াইল প্রণমিয়া,
নবীন অতিথি পেয়ে,
তাপস করিল আলিঙ্গন।

৭

তাপসের রোমাঞ্চিত তনু পরশনে,
নবাতিথি বিমোহিল,
ভাবে তনু শিহরিল,
নূতন জোছনা যেন,
প্রবেশিল তামস জীবনে।

৮

ভকতি ভাবের হেন শকতি বিকাশ,
দীপে যথা দীপ জ্বলে,
এক হৃদয়ের বলে,
অপর হৃদয়ে হয়,
নূতন ভাবের পরকাশ।

৯

বৃথা উপদেশ রাশি, অধ্যয়ন ভার,
পলকের দরশনে,
তিলেকের সুঘটনে,
ঘুচে যায় চির চিন্তা,
খুলে যায় মনের দুয়ার।

১০

চির পরিচিত ভাব ময় বিলোকনে,
তাপস পথিক পানে,
নেহারে অভেদ জ্ঞানে,
তাহে পরিচয় ভাব,
উথলিল পথিক-নয়নে।

১১

শুভ ফল দায়ী ক্ষণে নয়নে নয়নে,
উপজে যে পরিচয়,
সে ত হইবার নয়,
লোক রীতি অনুযায়ী
সম্ভাষণে শত আলাপনে।

১২

পথিকের কিবা নাম, কোন্ ঠাঁই ঘর,
আগমন কি লাগিয়া,
কি আজ তা জিজ্ঞাসিয়া?
স্বতঃ পরিচয় স্থলে—
শুষ্ক জিজ্ঞাসার অনাদর।

১৩

স্নেহ সরলতা ময় অমিয়া বচনে,
তাপস পথিকে কয়—
যদি তব রুচি হয়,
বাসকর কিছু দিন,
এ তাপস বন নিকেতনে।

১৪

পথিক সরল ভাষে, বিকাশি ভকতি,
তাপসেরে নিবেদয়,
যদি তব দয়া হয়,
মনে আশা—আজীবন,
এ আশ্রমে করিব বসতি।

১৫

প্রভু! তব দরশনে ভুলিনু আবাস,
ঘুচেছে সংসার মায়া,
ও কৃপার চির ছায়া,
যাচে এ তাপিত মন,
পেয়ে নব আশার আশ্বাস।

১৬

অঙ্গুলি নিদেশি প্রভু পথিকে দেখায়,
ওইযে কুটির রাজী,
সেই খানে গিয়ে আজি,
পথ শ্রান্তি কর দূর,
হেথা দেখা হবে পুনরায়।

১৭

প্রণমিয়া তাপসের চরণ যুগলে,
চলিল পথিক বর,
শারদীয় দিভাকর,
বিরাজিছে এ সময়,
মাঝ খানে আকাশ মণ্ডলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথিক চৌদিক্ গিরি-সুষমা নেহারে,
জলদ গগনে চরে,
দলে দলে থরে থরে,
লঘু লঘু সাদা সাদা,
নীল নীল ঘন ঘনাকারে।

২

মেঘের উপর দিয়া মেঘ নেচে যায়,
এক যায় আর এসে,
বায়ু স্রোতে ভেসে ভেসে,
অসীম গগনে ফিরে,
কোল দেয় চূড়ায় চূড়ায়।

৩

শাল শাখা চুমে আসি নামি মেঘ দল,
ডালে ডালে বায়ু বেগে,
কোলাকোলি মেঘে মেঘে,
ঝরে যেন শেফালিকা—
পড়ে ধারা বিরল বিরল।

৪

ডুবিয়ে রয়েছে রবি জলদ মাঝার,
কভু কভু যায় দেখা—
আলোকের বাঁকা রেখা,
কভু তেজোহীন ছবি,
কভু তেজোরাশি গোলাকার।

৫

নিম্ন দিকে চেয়ে দেখে নীল মেঘরাশি,
সাগর গিরিরে বেড়ি,
যেনরে রেখেছে ঘেরি,
উদার ওজস্বী ভাব,
দরশনে মনে ওঠে ভাসি।

৬

ঊর্দ্ধে অধে গভীর গভীর গরজন
চপলা বাণের প্রায়,
অধে নামে ঊর্দ্ধে ধায়,
আশ্রম সোপানে যেন,
পুণ্য পাপ দেবাসুরে রণ।

৭

ধীরে ধীরে লক্ষ্যপথ করি অতিক্রম,
নিরখিছে যেয়ে কাছে,
পাশাপাশি রহিয়াছে,
অলপ অলপ দূর—
ঠাঁই ঠাঁই তাপস আশ্রম।

৮

একটী আশ্রমে পশি চারিদিকে চায়,
নেহারে কুটীর পাশে,
বনে স্থল পদ্ম হাসে,
পাদপে সুরম্য ফল,
নীরে নিরমলতা খেলায়।

৯

বিচরে পবন ক্লান্তি-হর সুখময়,
মন্থরা ওধস ভরে—
কামদুধা ধেনু চরে,
ছড়ায়ে রয়েছে ভূমে,
উঞ্ছ আহরিত রত্ন চয়।

১০

নিরখিল রূপ এক স্নিগধ উজল;
বদনে প্রতাপ ঘটা,
রাজে রাজতেজঃছটা;
বীর রসে শান্ত রসে—
মাখা যেন লোকন সরল।

১১

মৃদু হাসি, সম্ভাষিয়া মধুর গম্ভীরে;
স্নেহময় সমাদরে,
নবীন অতিথি বরে,
বসাইল কুশাসনে,
শান্তিময় আশ্রম কুটীরে।

১২

পথিক আরাম লভি, দিবা অবসানে,
যেন নব ভাবে গলি,
সবিনয় কৃতাঞ্জলি,
জিজ্ঞাসিল ঋষিবরে,
সভকতি প্রণতি বিধানে।

১৩

নব কৌতুহল মম কর নিবারণ,
দেও নিজ পরিচয়,
বড়ই সন্দেহ হয়,
রাজশ্রীর আভা যেন,
ও ললাটে করি বিলোকন।

১৪

চেয়ে পথিকের পানে স্নেহের নয়নে,
সারল্য মোদিত চিতে,
নিজ পরিচয় দিতে,
আরম্ভিল রাজ ঋষি,
শান্তরস পূরিত বচনে।

১৫

ভারতের একদেশে, প্রথম জীবনে,
ছিলেম নৃপতিপদে,
প্রজা পালি নিরাপদে,
সুতে সোঁপি নৃপাসন,
বৃদ্ধাকালে আইলেম বনে।

১৬

ত্যজিলাম রাজশ্রীরে, রাজশ্রী আমারে,
ত্যজিলনা, মম সনে—
এল এ তাপস বনে,
সাধনায় মিশি যেন,
রহিয়াছে পুণ্যের আকারে।

১৭

যে সময়ে শান্তিময়ী যামিনী পোহায়,
শুনি কিবা সুললিত,
কোকিলের স্তুতি গীত,
ওঠ ওঠ বলি যেন,
ঘুগুগণ বৈতালিক গায়।

১৮

শয্যা ছাড়ি উঠি যবে, আবার শুনায়,
গীতি—মন অভিরামা,
শারিকা, দয়েল, শ্যামা,
যেন রে মিশায় তান—
ঝংকারিত মধুপ বীণায়।

১৯

সংসারে নারিনু দীনে তুষিবারে দানে,
অনেকে বিমুখি দুখে,
ফিরে যেত ম্লান মুখে,
হতাশার শ্বাস গুলি—
নিতি আসি ঘা মারিত প্রাণে।

২০

এ আশ্রমে মনের মতন নিতি নিতি,
পালি শুভাতিথি ব্রত,
স্নেহের চিরানুগত,
এসে নানা পাখী, মৃগ,
মৃগশিশু, হরিণী অতিথি।

২১

আশ্রমী অতিথি হেথা সরল হৃদয়,
উভে সম তিরপিত,
অকলুষ উভ চিত,
এমন তৃপতি সুধা,
সে আশ্রমে লভিবার নয়।

২২

হেথায় প্রীতির দান, প্রীতির যাচনা,
সংসারী ত দান করে,
কেবল যশের তরে,
কেবল সঞ্চয় হেতু,
সংসারীর ভিক্ষার কামনা।

২৩

আমার কুরাজনীতি-কৌশল দূষিত—
দয়াছিল সে ভবনে,
এ আশ্রম-নিকেতনে,
ধৌত হয়ে শান্ত রসে—
সেই দয়া হয়েছে পবিত্র।

২৪

শাসিতাম প্রজা সেথা প্রকাশিয়া বল,
যে প্রজা না দিত কর,
দণ্ড দিয়া গুরুতর,
আনিতাম বশে তারে,
বিষময়—অনিচ্ছার ফল।

২৫

করি হেথা তরু লতা প্রজার পালন,
কভু তরু লতা কুল,
নাহি দিলে ফল ফুল,
সেবি সমধিক স্নেহে;
ফলে ফুলে পুন হরে মন।

২৬

করিতাম সে ভবনে সদা আহরণ—
হীরক মুকুতা রত্ন,
হায় সে অসার যত্ন,
আহরি এ তপোধামে;
সাধুসঙ্গ অনুপম ধন।

২৭

দিত সেথা রাজমন্ত্রী পাপ উপদেশ—
পরহিত সুসাধন—
প্রকাশিত প্রয়োজন,
গূঢ়লক্ষ্য—পরধন,
পর স্বাধীনতা, পরদেশ।

২৮

হেথা উপদেশ দেয় বিবেক সচিব;
তপোধরমের ফলে,
পরম সাধন বলে,
হরিতে পরের পাপ,
নিজ আত্মা করিতে সজীব।

২৯

সেই রাজভোগমায়া গেনু এবে ভুলি,
হেথা ছত্র—তরুবর,
পবন—চামর ধর,
বিভুনাম—মণি হার,
মুকুট সাধুর পদ ধূলি।

৩০

দমিতাম অরি নৃপে সেথা রণ করি,
এ ভবনে এ জীবনে,
অন্তরের ঘোর রণে,
দমিতে যতন সদা,
ক্রোধ লোভ মোহ মদ অরি।

৩১

এ আনন্দে সেই মোহে কল্পিত তুলনা,
ধরমের এ মিলন,
করমের সে বন্ধন,
হেথা শান্তি, সেথা তাপ,
হেথা সত্য, সেথা প্রতারণা।

৩২

এ আশ্রমে নাহি বাধা, নাহি মোহছল,
সংসারে কঠিন বাধা,
মায়া নদী সে অগাধা,
তরিতে শকতি কার—
বিনে বিবেকের কৃপাবল ?

৩৩

সংসার-তাপিত জন চাহিলে কুশল,
আসি মুনিবনচ্ছায়ে,
জুড়ায় হৃদয় কায়ে,
গৃহে থাকি শান্তি লাভ,
হেন ভাগ্য বড়ই বিরল।

৩৪

একদা দুদিক্ রাখা নাহি হয় কভু,
ধরমেরে যদি তোষে,
সংসার অমনি রোষে,
এক কালে এক ভৃত্য—
সেবিতে কি পারে দুই প্রভু?

৩৫

শাস্ত্ররীতি—প্রথমে শাস্ত্রের উপাসনা,
দ্বিতীয়ে করম-নীতি,
তৃতীয়ে ধরম-ধৃতি,
চতুর্থে বিভু চরণ
ছায়াময় ভিখের যাচনা।

৩৬

জীবন ধর্ম্মের এই চতুস্তল ভাগ,
কেহ সিঁড়ি পথে চলে,
কেহ বা করম-বলে,
উড়ি যেন যায় সীমে,
আরোহ সোপান করি ত্যাগ।

৩৭

জীবন পথিক কত হয়ে পথ হারা,
ফিরে পাপ মোহ বশে
অনন্ত আঁধারে পশে,
নাহি হেরে সুখ দীপ,
ভাব ভানু, শান্তি শশী তারা।

৩৮

শোকে তাপে খেদে কেহ ত্যজিয়া সংসার,
অবিবেকে যায় বনে,
গৃহ সদা জাগে মনে,
কিছু দিনে বোধ হয়,
সাধু সঙ্গ যেন কারাগার।

৩৯

এই বলি রাজ ঋষি নীরব হইল।
শুনি উপদেশ ময়—
তাপসের পরিচয়,
পথিক বিনীত ভাবে,
মৃদু ভাষে কহিতে লাগিল।

৪০

শশি-কর প্রতিফলে জলে দরপণে,
নহে পাষাণের গায়,
তেমতি দীপতি পায়,
উপদেশ—পূত চিতে,
নহে কভু কলুষিত মনে।

৪১

তব উপদেশ আলো অমিয়া পূরিত,
অন্তরে পশিয়ে আসি,
বেড়ায় স্মরণে ভাসি,
পাষাণ হৃদয় মম,
কেমনে হইবে সুবিম্বিত ?

৪২

ঋষি কহে—সময়ের জনক সময়,
পুণ্য তপোবন বাসে,
সাধু সঙ্গে অনায়াসে,
ঘুচিবে হৃদয় মলা,
হইবেক বিবেক উদয়।

৪৩

এই বলি তাপস হইল অন্যমনা,
পথিক ক্ষণেক পরে,
প্রণমিয়া ঋষিবরে,
চলিল আরেক ঠাঁই,
মনে তপঃসাধন কামনা।

৪৪

কহিছে স্বগত,—এই কিবা পুণ্যধাম!
হেথা দিব্য সরলতা,
অতুলন স্বাধীনতা,
দাস প্রভু ভেদ নাই,
হৃদয়ের অনন্ত আরাম।

৪৫

হেথা নাহি মুনিবের শাসন ধমক,
নাহি গরবের কথা,
নাহি অধীনতা ব্যথা,
দেখিতে না হয় কভু,
রোষে রাঙ্গা আঁখির চমক।

৪৬

সুলভ জীবিকা হেথা সুখের জীবন,
তরু ছায়া, কন্দ, ফল,
বিমল ফোঁয়ারা জল,
তৃণ গৃহ, কুশ শয্যা,
দীপ হেথা চাঁদের কিরণ।

৪৭

পাপের সংসার পুরে আর না যাইব,
চির বনবাসী হয়ে,
তাপস জীবন লয়ে,
থাকি এই গিরি মাঝে,
পুণ্যময় তপেরে সাধিব।

৪৮

শারদীয় শশধর ঘেরা তারা দলে,
দরশনে দরশনে,
কত ভাব জাগে মনে,
পথিক যাপিছে নিশি,
রম্য এক পাদপের তলে।

তৃতীয় দৃশ্য।

এখন প্রহর এক বেলা,
কিশোর দিনেশ,
আতপ-সুহাসি ছটা,
যেন ছড়াইল নভে,
বনে যেন হরষ আবেশ।

২

অন্য এক আশ্রম নিলয়ে
পথিক পশিল,
স্বরগের প্রতিবিম্ব,
শোভায় খেলিছে যেন,
অনিমেষে দেখিতে লাগিল

৩

সেই আশ্রমের এককোণে,
এক প্রস্রবণ,
উছলিয়া উছলিয়া,
ছড়াইয়া একদিকে—
গড়াইয়া হ'তেছে পতন।

৪

যেন সুর মরকত নিভ,
বারিধর কায়া,
প্রতি কূলে প্রস্রবণে,
শান্তি দরপণে যেন
বিরাজিছে পুণ্যময়ী ছায়া।

৫

কল কল নিনাদে নিঝর,
যেন এই কয়,
সংসারের মরুভূমে,
প্রখর কলুষ তাপ,
এ নিলয়—শান্তি ছায়া ময়।

৬

ফুটিয়াছে নানাজাতি ফুল,
যেন পারিজাত,
শোভে নানাজাতি ফলে-
সুরতরু রাজী যেন,
বহে যেন স্বরগীয় বাত।

৭

তরু পরে সুমধুরে কুজে—
যেন দেব পাখী,
সোণার বরণ ছটা—
চরে যেন দেব মৃগী.
ভুলায় মানস রমে আঁখি।

৮

স্বরগ নিলয়ে উপাদেয়—
আছে যে সকল,
সবি ত রয়েছে হেথা,
অমর পুরের ভোগ
বিলাসিতা নাহিক কেবল।

৯

তাপস নবীন যুবা কত,
হেথায় বিহরে,
বিস্ময়ে পথিক হেরে.
অমর লাবণী ছায়া—
যেন নর দেহে শোভা করে!

১০

যে সময়ে সংসারি জীবনে—
যৌবন আবেশ,
মন মাঝে মোহ, কাম,
কলুষিত অনুরাগ,
দ্বেষ, হিংসা, করে পরবেশ।

১১

সেই কালে তাপস যৌবন—
নবীন উদিত,
বিষম তরুণ মোহ—
মায়াবী মাতাল বেশে,
পশি চাহে ভুলাইতে চিত্ত।

১২

আসে কাম, মুখে মধু হাসি,
অন্তরে গরল,
তাপময় অনুরাগ—
জোছনা আকারে আসে,
করিবারে হৃদয় বিকল।

১৩

মুনি যৌবনের নব বিভা—
যখন ছড়ায়,
মোহ কাম আদি সব,
সহিতে না পারি তেজ,
ভয়ে দূরে পালাইয়া যায়।

১৪

শোভে মুনি যুবমন যথা—
বসন্তে নন্দন,
বাসনা মন্দার ফোটে,
আনন্দ অমর চূতে;—
রাজে নব মঞ্জরী রতন।

১৫

পথিক নেহারে নবরূপ,
জটা চীর ধর,
রতন মাণিক ভূষা,
কি কাজ পরায়ে আর,
বন ফুল সাজে মনোহর।

১৬

পথিক দেখেছে সংসারের
যুবকের হাসি,—
বিলাস মদিরা মাখা।
মুনি যুব হাসি হেরে—
যেন পুণ্যে ছাকা সুধারাশি।

১৭

দেখিয়াছে সংসারী যুবার
নয়ন পলকে,—
বিলাস লহরী লীলা,
দেখে মুনি যুব দিঠে,—
যেন দেব দামিনী চমকে।

১৮

তপোধন যুবকের কিবা—
মন মাখা বাণী,
সরল সুসম্ভাষণে,
শবদে শবদে যেন
জীবনে স্বরগ দেয় আনি।

১৯

সপুলকে পথিক নিরখে—
নবযুব কেলি,
হিয়া ভরা কোলাকোলি,
পলকে পলকে যেন
পরাণে পরাণ দেয় ঢালি

২০

পথিক বাঞ্ছয়ে—দিয়ে কোল,
প্রীতি মায়াবলে,
পরশে পরশে গলি,
রত্নাকারে মিশে যেতে,
বিগলিত মেঘ যথা জলে।

২১

আনন্দ প্রতিমা গুলি যেন
আশ্রমে বেড়ায়,
সুরভী দুহিছে কেহ,
কেহ আহরিছে ফল,
উঞ্ছ আহরণে কেহ ধায়।

২২

বসি কেহ তরুর ছায়ায়,
এই গীত গায়—
"অগাধ সাগর-জলে,
ডুবিয়ে রয়েছে মীন!
তবে কেন মর পিপাসায়?"

২৩

ভাবের উচ্ছ্বাসে পুনরায়,
এই গীত গায়—
"সমীপে শীতল ছায়া,
তবে কেন জীব তুমি,
গরল আতপে শীর্ণকায়।"

২৪

পথিক নিরখে—ঋষিগণ,
হুতাশন জ্বালি,
সমান মিলিত স্বরে,
মন্ত্র পড়ি, দেয় তাহে,
"স্বাহা" বলি ঘৃত ধারা ঢালি।

২৫

হরষে অনল দেব যেন
করে যাগ কেলি,
ধূম পুঞ্জ অনুসরি.
গগনের দিকে ধায়,
বিলোল রসনাশত মেলি।

২৬

পূত স্তুত ভৃগ বিভা যেন
পথিক সরসে.
পশিয়ে তিমির নাশে,
পুণ্যময় তেজোরাশি.
উদ্দীপয়ে ধরম করমে।

২৭

বাহিরের ক্রিয়া-বলে হয়
মনে উদ্দীপনা,
উদ্দীপনা-বলে হৃদে.
গেয়ান আভাস জাগে.
এইরূপে সাধন সূচনা।

২৮

যবে বিভাসিত হয় জ্ঞান,
ক্রিয়া হয় নাশ,
যেমতি গলিত হয়ে,
কুসুম ঝরিয়ে পড়ে,
যবে হয় ফুলের বিকাশ।

২৯

পথিকের মনে নব ভাব,
সহসা উদিল,
গিরিশোভা—যুবকেলি—
যাগলীলা—দরশনে,
যোগের লালসা জনমিল।

৩০

সে আশ্রম হইতে পথিক—
চলিল তখনি।
সুসঙ্গ ভরসা ময়—
নবীন লালসা-সুখ,
হৃদে লয়ে যাপিল রজনী।

চতুর্থ দৃশ্য ।

দেখা দিল প্রভাত মহেশ,
যোগি-শিরোমণি
মেঘ জটাজাল দোলে,
শর শরে বহে বায়ু
শ্বাস ফেলে যেন কণ্ঠ ফণী ।

২

মুদিত প্রভাতী তারা, চাঁদ
নয়ন যুগল,
নবোদিত বিভাকর
তৃতীয় লোচন যেন
মেলিয়া হেরিছে মহীতল ।

৩

ঋষিগণ এ প্রশান্ত রূপ,
হেরে কুতুহলে,
দরশনে নব নব
উদাস উদাস ভাব,
মন মাঝে উদে পলে পলে ।

৪

যোগ-গুরু রূপী এ প্রভাত,
যেন রে নীরবে—
প্রাতরুপাসনা হেতু,
যোগময় উপদেশ,
দেয় তপোবনবাসী সবে।

৫

এ সময়ে যোগ অভিলাষী,
কিছু অাসরি,
হেরে শালমলী-তলে,
তাপস প্রবয়া এক,
বসিয়াছে শিলার উপরি॥

৬

তনু ভস্মরেণু সমাবৃত,
জটা বিলোলিত,
ধ্যান অচলিত তার
আঁখি আধ নিমীলিত,
শ্বাস বহে মৃদু বিলম্বিত।

৭

পথিক নমিল ভূমে পড়ি
সভকতি ভয়ে,
মুনিবর আঁখি মেলি,
জিজ্ঞাসে—কে তুমি—কেন ?
এসেছ এ তুহিন নিলয়ে।

৮

পথিক কহিল নমি পুন
মুনির চরণে,
তব নব শিষ্য আমি,
যোগ শিক্ষা অভিলাষী,
হের দীনে করুণা লোচনে।

৯

পথিকের মুখপানে চাহি,
কহে মুনিবর,
বুঝিনু আকারে তব,
যোগ লাভ উপযোগী
নিরমল হয়েছে অন্তর।

১০

ধরম নীতির সমাগমে,
আচার শোধন,
পবিত্র আচার সহ
সাধনায় জপ জাগে,
সেই জপে আত্মার বোধন।

১১

যে করে বোধিত আত্মা হয়ে
যোগে মনোরথ,
সে নিরখে পুরোভাগে,
বিদ্যা আর অবিদ্যার
বিজন, সজন, দু'টী পথ।

১২

বিদ্যার বিজন পথ দিয়া
যেই আগুসরে,
কালে সে ত লভে জ্ঞান,
পরম জ্ঞানের বলে,
মুকতি নিলয়ে যায় পরে।

১৩

সাধনায় অবিদ্যার পথে,
যেই করে গতি,
সূক্ষ্ম ছাড়ি স্থূলে আসে,
বাড়ে মরতের আয়ু,
বাড়ে স্থূল দৈহিক শকতি।

১৪

লভে নানা ঐন্দ্রজালী গুণ,
ঘটে মোহ দশা,
ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে,
ক্রমশঃ উপজে তার,
ভোগ সুখে বিষম লালসা।

১৫

ভোগ সুখ-অভিলাষ যেন
প্রখর তপন,
বাহিরের সে আলোকে,
অন্তরের গৃহ মাঝে,
দীপ নাহি উজলে কখন।

১৬

হিন্দা পথ গামীর সে ভানু,
যায় অস্তে চলি,
ধেয়ানের রত্ন গৃহে,
গেয়ানের দিব্য আলো,
শোভা পায় অধিক উজলি।

১৭

ভোগময় ভানুর কিরণে
কুহক এমন,
সে আলোকে দেখা যায়,
অন্তর নিলয়ে রাজে,
মণিমালা রূপে ফণিগণ।

১৮

জ্ঞান দীপালোকে দেখা যায়,
তুলি ভীম ফণা,
বিচরে ভুজঙ্গ কুল,
বিলোল রসনা যুগ,
উগারে গরল কণা কণা।

১৯

জ্ঞান দীপ কিরণ ক্রমশঃ
হইলে প্রখর,
সহিতে না পারি তাপ,
হিংসা আদি অহি কুল,
একে একে ছেড়ে যায় ঘর।

২০

সসর্প নিলয়ে নিবসতি,
নাহি রয় আর,
সে আলোর চারি ধারে,
উথলে শান্তি অমিয়া,
চাঁদে হেরি যেমতি জোয়ার।

২১

যোগ ধেয়ানের গুণে ফোটে
পরম নয়ন,
স্থূল আঁখি অগোচর,
জগত্ অতীত আভা,
সে নয়নে করে বিলোকন।

২২

কল্পনা অতীত চিন্ময়,
ঐশ জ্যোতি রেখা,
ঝাপিয়া জ্ঞানের আলো;
চপলা রেখার মত;
ক্ষণে ক্ষণে হৃদে দেয় দেখা।

২৩

(১) পরম জ্যোতির আভা জাত
প্রতিবিম্ব প্রায়,
জীব আভা বিভাসিত,
কভু জ্যোতি আর আভা
এক বলি ভ্রম জনমায়।

---

(১) পরমজ্যোতি ঈশ্বর, প্রতিবিম্ব জীব।

ঈশ্বর ও জীব এই উভয় এক বলিয়া কথন কথন যোগীদিগের ভ্রম জন্মিয়া থাকে। এই ভ্রমহইতেই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। * এইরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস, ঈশ্বরোপাসনার অন্তরায়-বিশেষ।

২৪

এ উভয়ে পৃথক্ ভাবিয়া,
করিবে সাধনা,
অতুল আনন্দময়—
জ্যোতি অনুভব তরে
যে লালসা—সেই উপাসনা

২৫

ভ্রমে অন্তরের সেই জ্যোতি,
বাহিরে খুঁজিয়া,
রবিরে আরাধে কেহ,
সে জ্যোতির আবির্ভাব,
সবিতার কিরণে ভাবিয়া।

২৬

রবি শশী বায়ু জল আদি—
জড় যেই সব,
ডাকিলে না শোনে কথা,
চৈতন্যের গুণ এই—
শোনে কাতরের কান্না, স্তব

২৭

পরম চৈতন্য ময় জ্যোতি,
করুণা আকর,
বিতরে করুণা তারে,
ভাব বিগলিত চিতে,
যেই উপাসয়ে নিরন্তর।

২৮

ভাব বিগলিত, এই কথা—
শুনি শিহরিল,
ভকতি স্মৃতির ছায়া,
অমনি উদিয়া হৃদে,
জ্ঞান উপদেশ আবরিল।

২৯

উপদেশ সমাপিয়া যোগী,
নয়ন মুদিল,
প্রথম প্রভুর দেখা,
যেখানে লভিয়া ছিল,
সেই খানে পথিক চলিল।

পঞ্চম দৃশ্য

গিরিপুরে শারদীয় পূরণিমা নিশ,
ধবল জোছনা রাশি,
খেলিছে বরফে ভাসি,
খেলিছে কুসুম-বনে,
খেলিছে নিঝরে মিশি মিশি

২

অমৃত-তরঙ্গ যেন গগন সাগরে,
তারা রাজি শোভা পায়,
সুধা-ফেণপুঞ্জ প্রায়,
কালনিধি হরি যেন
ছায়াপথ অনন্ত-উপরে।

৩

গিরিরাজ শিরোভূষা যামিনী মাণিক—
নিরখিতে নিরখিতে,
খেলিতে লাগিল চিতে,
ভাবের তরঙ্গ-মালা,
ভাবে মোহি কহিছে পথিক।

৪

কোথা নিরুপম নিধি মন যারে চায়।
অতুলন সে মাধুরী,
আজি খেলি লুকোচুরি,
রয়েছে কি পশি চাঁদে ?
রূপ আভা যেন জোছনায়।

৫

খুঁজি খুঁজি মাতোয়ারা মানস চকোর,
সে চাঁদের লাগি কাঁদে,
নাহি চাহে এই চাঁদে,
নিরখে এ শশিরূপ,
আশা মোহে হইয়ে বিভোর।

৬

কিবা দিব্য মধুরতা কুসুমের হাসে।
এ হাসির মাঝে গিয়ে,
রয়েছে কি লুকাইয়ে—
আমার সুখের খনি ?
আভা যেন ফুল মুখে ভাসে।

৭

ফুল্ল মাঝে খুঁজি তারে মোহের ছলনে,
সে যদি কুসুমে রৈত,
তবে কিরে বাসি হৈত—
ফুল কুল এ জগতে ?
চির ফুল্ল থাকিত কাননে।

৮

এ মরত পুরে তারে কেহ কিরে জানে ?
কে দিবে দেখায়ে পথ,
কে পূরাবে মনোরথ,
এমন শকতি কার ?—
প্রেম অশ্রু ফুটাবে পাষাণে।

৯

এ নীরস হৃদে প্রভু যে বীজ রোপিল,
নবীন অঙ্কুর তারি,
জন্মাইতে, তাহে বারি,
কে সিঞ্চিবে প্রভু বিনে ?
এ মানস অধীর হইল।

১০

পথিক করিছে সেই প্রভুরে স্মরণ,
হৃদয়ের আকর্ষণে,
প্রভু এল সেই ক্ষণে,
তৃষিতেরে দেখাদিল,
যেন অমৃতের প্রস্রবণ।

১১

স্বরগীয় ভাবে যেন প্রভু মাতোয়ারা,
বিভোর কি এক নামে,
হৃদয় স্বরগ ধামে,
উছলিয়া মন্দাকিনী—
আঁখি পথে বহে শত ধারা।

১২

কারে ডাকে? কি যে কহে গদ গদ ভাষে,
কি এক ভাবেতে ভুলি,
নাচে দুটী বাহু তুলি,
পাশরি নিখিল ভব,
নিজ ভাবে কাঁদে, পুন হাসে।

১৩

ভূমে পড়ি ক্ষণকাল থাকি মূরছায়,
উঠিয়া আনন্দে ধায়,
আনন্দের গীত গায়,
গিরির হৃদয় যেন—
ভকতির প্রবাহে ভাসায়।

১৪

দেখা দেও নাথ! বলি করে পরিতাপ,
কভু বিমোহিত প্রাণে,
চেয়ে থাকে শশিপানে,
প্রেমের বিমোহে কভু,
নিঝরের জলে দেয় ঝাঁপ।

১৫

বোঝে প্রেমিকের ভাব ভাবুক কেবল,
প্রেম মোহ দরশনে,
প্রেমের সাধক জনে,
পাগল বলিবে তারা,
যারা সদা বিষয়ে পাগল

১৬

দয়াময়—ভাবতৃষাতুরে কোল দিল,
যেমতি স্বাতির জলে,
শুকতে মুকতা ফলে,
ও পরশে পথিকের,
ভকতি রতন উপজিল।

১৭

দেবতনু প্রথম বারের পরশনে,
মরু সিকতিয়া ছিল,
পুন তাহে প্রবহিল,
আনন্দ ফলগু স্রোত,
প্রেমময় পুনরালিঙ্গনে।

১৮

পথিক কহিছে নব কুতুহলাবেশে,
এ দেহে নূতন প্রাণ,
কৃপাগুণে কৈলে দান,
দেও মোরে নব আঁখি,
ভকতি অমৃত উপদেশে।

১৯

প্রভু কহে ভকতি কি উপজে কথায় ?
কথা—যুকতির দাসী,
বিফল—যুকতি রাশি,
তথাপি লালসা হেতু,
বলি কিছু সংক্ষেপে তোমায়।

২০

কহিছে ভকতি-তত্ত্ব প্রেম গুণধাম,
প্রথম ভাবেতে মতি,
তাহাতে জনমে রতি,
রতি গাঢ় হয়ে প্রেম,
ভকতি প্রেমের পরিণাম।

২১

ক্রমশঃ আশ্রয়ে বাড়ে অসীমে ভকতি,
আগে অনুরূপ নরে,
চিনময় রূপে পরে,
অবশেষে নিরাকার—
অনাদি অনন্তে করে গতি।

২২

হৃদয়ের অবলম্ব প্রথমে হৃদয়,
স্নেহ কিবা প্রেম আশা,
শান্ত বা সখ্য পিপাসা,
জনমিয়া এক হৃদে,
অপর হৃদয়াশ্রয় লয়।

২৩

অপর আধারে হয় ভাবের পোষণ,
স্নেহভাব সুত গত,
কান্তাকান্ত উভয়তঃ,
সুহৃদে সুহৃদ্ ভাব,
শান্তের আশ্রয় মহাজন।

২৪

স্নেহ সখ্য শান্ত আদি সবি এক প্রেম,
এ সবার পরিণাম,
একই ভকতি নাম,
খনিজ, রাসায়নিক—
যেমতি একই রূপ হেম।

২৫

মুকতির তরে তপ করে যেই জন,
ভকতি সে নাহি পায়;
যে জন ভকতি চায়,
মুকতিরে অবহেলি,
করে সদা ভাবের সাধন।

২৬

মনা কলুষ রাশি মুকতিতে ভরা,
ভকতি অমৃতে লীনা,
কামনা-পরশ হীনা,
মুকতি আকাশময়ী,
ভকতি আনন্দময়ী ধরা।

২৭

পদেশ গুণে যেই ভকতি উদয়,
তাহাতে জ্ঞানের ধাঁদা,
করম নিগড়ে বাঁধা,
অবরা ভকতি সেই—
বৈধী নামে তার পরিচয়।

২৮

অনন্যাভিলাষময়ী—স্বয়ং যে উপাজে,
জ্ঞান যারে না পরশে,
রহে না করম বশে,
ভকতি সে রাগানুগা,
লভে তারে প্রেমিক সহজে।

২৯

সুলভ—অনল, জল, মৃত্তিকা, পবন,
প্রয়োজন যাহে যত,
তাহাই সুলভ তত,
পরা ভকতির মত—
জীবনে কি আর প্রয়োজন?

৩০

রাগানুগা যে ভকতি সে অতি সুলভ,
একই সাধনা লয়ে,
যে থাকে মুগধ হয়ে,
সে ত অনায়াসে লভে,
বিপথে চলিলে দুরলভ।

৩১

সকাম—হারায়ে পথ তিমির সাগরে,
একদিকে যায় ভেসে,
অকাম—আলোকে এসে,
অনন্ত আনন্দ কোলে,
ভকতি লইয়ে যায় পরে ।

৩২

চিন্ময়ী রাগানুগা অমিয়া ফোঁয়ারা,
বেগে শত মুখে উঠি,
উছলি চৌদিকে ছুটি,
ছড়াইয়া সুধা-বিন্দু,
জগত করিছে মাতোয়ারা ।

৩৩

তারি বিন্দু পশি পশি মানব-হৃদয়,
জনমায় সুখ ভাস,
জনমায় সুখ হাস,
জনমায় হাব ভাব,
জনমায় অশ্রু সুখময় ।

৩৪

সমল হৃদয়ে পশি সে অমিয়া কণা,
কলুষের তাপে হায়!
ক্রমশঃ শুকায়ে যায়,
বিমল হৃদয়ে বাড়ি—
কালে শোভে অমিয়া ঝরণা।

৩৫

পথিক হয়েছে তব বিমল অন্তর!
ঘুচেছে বাসনা মুষা,
বেড়েছে প্রেমের তৃষা,
পাইবে গণ্ডূষে এবে
ভকতির অমিয়া সাগর।

৩৬

এই বলি. নীরব হইল দয়াময়,
ও পদে প্রণত হয়ে,
পূত ধূলি শিরে লয়ে,
বিদায়ের দুখ স্মরি,
পথিক স্বগত এই কয়।

৩৭

যদিও সংসারে হয় ভকতি সাধনা,
সংসারের রস সব,
করিয়াছি অনুভব,
কি কাজ সংসারে গিয়ে,
হেথায় করিব আরাধনা।

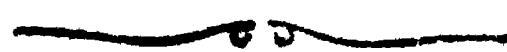
৩৮

এমন সুখের ঠাঁই আর নাই ভবে,
হেথা পুণ্যময়ী প্রীতি,
নব নব ভাব নিতি,—
লভিব প্রভুর কাছে,
গিরি ছাড়ি কেন যাব তবে?

৩৯

রাজর্ষি করিল নব বিবেক বিধান,
যাগলীলা বিলোকনে,
শান্তি বিরাজিল মনে,
যোগী দিল জ্ঞান আঁখি,
প্রভু দিল প্রেমময় প্রাণ।

মুমূর্ষু জীবন।



প্রথম দৃশ্য।

১

নিখিল জগত হেরি কেমন কেমন—
উদাস উদাস,
প্রকৃতি গভীর তমা—
নাহি হাসে, নাহি কাঁদে,
নাহি প্রীতি, নাহি খেদাভাস,
মিশি যেন বিলাস বিষাদ—
একই হয়েছে,
নয়নে কি এক ছায়া লাগিয়ে রয়েছে।

২

সমীরণ হুহু রবে কেমন কেমন—
বহে অনিবার,
কি এক উদাস ভাবে,
ভাসিয়ে বেড়ায় যেন—
দিবা. রাতি, একই আকার।
নিরাশার বুদ্ বুদ্ যেন—
ভানু শশধর,
উঠিতেছে মিশিতেছে শূন্যে নিরন্তর।

৩

কি এক তিমির আসি বাহিরে ঘেরিল—
ভব চরাচর!
ভূতল গগন তল,
একই আকার যেন,
একিরূপ কানন নগর,
জোছনা কি রৌদ একি রূপ—
যেন শূন্যো শূন্যো,
হারায়েছি যে আলোক পাব কি তা পুন?

৪

জীরণ শীরণ মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ওই—
যায়, উড়ে উড়ে,
ফুলের ছড়ানো হাসি,
লতার দুলনি লীলা,
সব যেন গেছে ভেঙ্গে চূরে.
সে মাধুরী খেলিত নিশায়,
সাঁজে, কিবা প্রাতে,
চুরণ হয়েছে যেন কি এক আঘাতে।

৫

মনোজগতের আলো রেখেছে আবরি,—
কি এক আঁধার,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া হৃদি,
না পাই সুখের দেখা,
নাহি পাই দুখেরে আবার,
অচেতন হরষ বিষাদ—
উভয় সমান,
সম হীনপ্রভ এবে হীরক পাষাণ।

৬

ছিল যে বিষয় ভোগে প্রবল লালসা,
প্রমোদ-বাসনা,
কালের প্রখর তাপে,
নিমেষে শুকায়ে গেল,
নিদাঘে যেমতি বারিকণা,
লুকাইল সংসারের মায়া,
মোহিনী—ক্ষণিকা,
লুকায় তৃষিতে মোহি যথা মরীচিকা।

৭

পলাইল পলকে মায়াবী অনুরাগ,
কুহকিনী আশা,
পুন আর আসিবেনা—
বলি যেন চলি গেল,
সেই স্নেহ, সেই ভাল বাসা,
নাহি তৃষা, বৃথা বারি ধারা—
রসনার আগে,
ঘোর নিদ্রাগত চিত আর নাহি জাগে।

৮

নিসারিত ভাব-হৃদে কভু মৃদু স্মৃতি—
আসি দেয় দেখা,
শরদ-চরমে যথা—
গলিত সলিল মেঘে,
উদে মৃদু চপলার রেখা।
বিস্ময়ের লীলা খেলা যত,
হয়েছে যা গত,
এবে মনে লয় গত স্বপনের মত।

৯

পলে পলে তিলে তিলে হতেছে নিঃশেষ,
নিঃশ্বাসের কেলি,
সাথে এসে ছিল যারা,
একে একে যাইতেছে,
একাকী আমারে পথে ফেলি।
মনে লয় হারাই হারাই—
দরশন, শ্রুতি,
হারাইনু সে মমতা—করুণা প্রস্মৃতি।

১০

দূষিত মরুত ভরা তরু লতা মরা—
ভূমি হয় যদি,
কালে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিয়ে,
গড়ে পুন নব ভূমি,
প্রবাহিয়া বেগবতী নদী,
জীরণ শীরণ যদি হয়,
শরীর, জীবন,
কি আছে উপায় তায় করিতে নূতন?

১১

জরা-জর্জ্জরিত তনু জড়ীভূত মন—
হইয়ে মানব,
হয় যবে এ ধরায়—
বাসের অনুপযোগী,
যম বিনা কে তার বান্ধব?
এ বিষম বিপদ হইতে,
করি পরিত্রাণ,
মৃত্যু করে জীবে পুন নবতা বিধান।

১২

মায়া মোহে কেহ বলে—মৃত্যু দুরাচার,
প্রলয়ের হেতু,
জ্ঞান চোখে দেখা যায়,
মৃত্যু—স্বরগের সিঁড়ি,
বৈতরণী তটিনীর সেতু,
মৃত্যু নামে নিখিল জীবের
মিছে এক ভয়,
বুঝিয়াছি, মরণ—চরম শান্তিময়।

১৩

কঠোর যাতনা ঘটে মরণ সময়ে,
ভ্রমে কেহ বলে,
বুঝিলেম, শান্তি সুখে,
মায়া ভূমি ত্যজে জীব,
মৃত্যুর উদার দয়া বলে,
মৃতি মাতা জীব শিশু সুতে,
যেন লয়ে কোলে,
পাড়ায় সুখের ঘুম স্নেহের হিল্লোলে।

১৪

মোহ বশে কেহ কহে নাহি পরকাল,
সার ইহ লোক,
এবে আমি দেখিতেছি,
পেয়ে যেন নব আঁখি,
পেয়ে যেন নূতন আলোক,—
মরণ নাশের নহে, সুধু—
কায়া বিনিময়,
ইহ লোক পরলোক মিলিত উভয়।

১৫

অভিষেক কালে নৃপ ছাড়ি হেয় বাস,
পূত বাস পরে,
তেমতি অন্তিমে জীব,
ছাড়িয়ে অসার তনু,
অতিবাহ দিব্য দেহ ধরে,
কলুষিত মন ত্যজি জীব,
লভে যে মানস,
তারে মায়া মোহ কভু করেনা পরশ।

১৬

ফুরায়ে গেলরে সব ভব লীলা খেলা—
যেন ভোজবাজি,
সুহৃদ্ বান্ধব সখা,
কেহ আর নাহি মম,
মৃত্যু সুহৃদেরে চাহি আজি,
মৃত্যু ! তোমা লাগি এবে প্রাণ—
কাঁদে নিরবধি,
এ মহা গরলে তুমি অমিয়া ঔষধি।

১৭

কোথায় রহিলে মৃত্যু করুণা নিলয়—
সুবিধ রঞ্জন !
এস এস হাসি মুখে.
জুড়াই তাপিত তনু,
তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
আজি এই জনমের মত,
করিনু শয়ন,
আর যেন মেলিতে না হয় এ নয়ন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পরলোক-যাত্রী বেশে, মাটির শয্যায়—
রয়েছি পতিত,
মায়া মোহে চারিদিকে,
বিষাদে মলিন সবে,
আমার হৃদয় পুলকিত,
অপর জীবনময়ী আশা,
সঞ্চারিয়া মায়া,
দেখাইছে মোরে আনি স্বরগের ছায়া।

২

দেব দয়া গুণে এবে বুঝিরে লভিনু—
এ দিব্য নয়ন,
এই ত সমুখে ভাতে,
স্বরগের প্রতিবিম্ব,
করি পরিস্ফুট দরশন,
উদিয়াছে স্বরগীয় চাঁদ,
স্বরগীয় তারা,
প্রবহিছে স্বরগীয় জোছনার ধারা।

৩

পারিজাত রেণুবাহী বায়ু, সুহিল্লোলে—
নবীন চেতনা,
ঢালিয়ে দিতেছে চিতে,
ভুলিয়ে গেলেম সব,
আজনম ভবের যাতনা,
স্বরগীয় নব উৎসাহে,
সুখ উছলিল,
স্বরগ আসিয়া যেন মরতে মিলিল।

৪

ওইযে কলপ তরু, কিরণের ছড়া—
ছড়ায় আকাশে,
মাণিক মঞ্জরী রাজী—
দশন বিকাশি যেন,
উজল উজল কিবা হাসে!
তারি তলে সপ্ত ঋষি বসি,
ভাতে তেজঃ ছটা,
রাজে রত্ন উপবীত, সাজে মণি-জটা।

৫

ওই যে সোণার গিরি, জোছনা ভূষণে—
উজ্জল শরীর,
চৌদিকে নির্ঝর কত,
ঢালিছে অমিয়া ধারা,
মন্দাকিনী হতেছে বাহির,
দলে দলে দিব্য জলধর,
আসি উড়ে উড়ে,
হেলি দুলি খেলি ফিরে গিরি চূড়ে চূড়ে।

৬

সোণার প্রাসাদ রাজী—ওই সুশোভিছে—
হীরা চূড়াশির,
রতন পতাকা মালা—
উড়িছে একই দিকে,
সমীরণে অধীর অধীর,
আবার ওই যে দেখিতেছি—
স্বরগ-উজালা,—
সুর সরে পদ্মবনে খেলে সুরবালা।

৭

ওই যে দেখিতে পাই আনন্দে বিহরে—
ফুলের বাগানে,
শৈশবের, যৌবনের,
পরাণের সখা কত,
চাহিয়া রয়েছে মোর পানে,
সেই চির হারা হাসি গুলি—
দেখিয়া ভুলিনু
আলিঙ্গন পিপাসায় অধীর হইনু।

৮

মরতে যে ছিল মোর ভকতি ভাজন,
দয়া প্রস্রবণ,
সে এবে স্বরগ-বাসী,
ওই যে দেখিতে পাই,
স্বরগীয় প্রফুল্ল বদন,
মরতের সে বিরাগী রূপ,
ওই না বিরাজে ?
জীরণ পাদপ যেন সুরবন-মাঝে।

৯

এই যে কেমন এক ভাব অভিনব,
হৃদয়ে উদিল
সুখময় ধেয়ানেরে,
আঁখির পলকে ভেদি,
অন্তর জগত আবরিল,
বিস্তারিয়া যেন মায়া পাখা—
স্বরগ উড়িল,
নিমেষে আকাশ মাঝে মিশি লুকাইল।

১০

সে বিলুপ্ত স্মৃতি পুন সহসা আসিয়া—
হইল উদয়,
জীবনের পাপ যত,
একে একে দেখা দিয়ে,
অধীর করিছে এ হৃদয়,
কি এক গভীর ভাবে উঠি—
শিহরি শিহরি,
পাতাল গহ্বরে এই যেন অবতরি।

১১

এই ত নিমেষে আসি গরাসিল আলো—
তমোরাশি ঘোর,
না পাই দেখিতে কিছু,
শুনা যায় থেকে থেকে,
বারিধর গরজে কঠোর,
ভয়ঙ্করী চপলা চমকে,
থাকিয়া থাকিয়া,
নরক-মূরতি হেরি উঠি চমকিয়া।

১২

ওই শুনি পাপিকুল কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কাতরে বিলাপে,
সে রোদন রব আসি,
মরম ভেদিছে মম,
ভয়াকুল এ পরাণ কাঁপে,
আগে যদি জানে, এই মত—
নরকের তাপ,
তবে কি জগতে কেহ কভু করে পাপ?

১৩

"ওই শুনি, দেব দূত প্রবোধ বচনে,
পাপিকুলে কয়—
বিধির নিয়ম এই,
নরকের ভোগ বিনা,
পরলোকে নহে পাপ ক্ষয়,
একদিনে, কিবা বহু যুগে,
হ'লে পাপ নাশ,
লভিবে তোমরা সবে স্বরগ নিবাস।

১৪

পরলোকে অনুতাপ গুপত পাবক—
পাপ মলা হরে,
নরক যাতনানল,
পরলোকে পাতকীরে,
দহিয়া দহিয়া পূত করে,
যেমতি বিশদ সোণাকভু,
হইলে সমল,
নিরমল করে তারে দহিয়া অনল।"

১৫

এই ত নীরব বুঝি হৈল দূত স্বর,
নাহি শুনি আর,
পলকে নরক দৃশ্য,
কোথা জানি লুকাইল,
হেরি ঠাঁই আরেক আকার,
নারকীয় গভীর রজনী,
হয় যেন ভোর,
ফুটিছে স্বরগ ঊষা আলো ঘোর ঘোর।

১৬

হেথা স্বরগের আভা নরক তিমিরে—
হইতেছে লীন,
অমিয়া প্রবাহ যেন,
মিশিছে গরল স্রোতে,
এ আকাশ উজল মলিন,
প্রকৃতির কি এক আকৃতি—
বিকট মধুর,
স্বরগ নরক বুঝি রয়েছে অদূর।

১৭

দরশনে উদিতেছে এক নব ভাব,
পাপ পুণ্যময়,
ওই যত জীবগণ,
এই মাত্র এল হেথা,
ছেড়ে কারা কঠোর নিরয়,
জানিলেম, নরকের ভোগ,
হইলে নিঃশেষ,
দিব যাত্রী নিকরের এ উপনিবেশ।

১৮

নরক মুকত জীব এই ত কি কহে—
পশিতেছে কাণে—
কহিছে "আঁধারে ডুবি,
গরল অনল জ্বালা,
কতকাল সহিনু পরাণে,
এবে জুড়াইল তনু, মন,
দুখ ভুলিলেম,
শত যুগ পরে আজি আলো হেরিলেম।

১৯

ওই যে নিরখি এক পুরুষ মহান্,
বুঝি দেব দূত,
উজলি গগন তল,
নামিল জলদ ভেদি,
তনু কিবা আভাপুঞ্জ যুত!
কোটি হীরা খচিত মুকুট,
উজলিছে শিরে
শুনি, ওই কহিতেছে মধুর গভীরে।—

২০

"ঘুচে গিছে পাপ-মলা পেয়েছ সকলে,
দেব কলেবর,
বিধির করুণা-গুণে,
কালে নরকের কীট,
হয় দেবতার সহচর,"
দেব দূত সাথে যাত্রি গণ,
আরোহি বিমান,
হরষে অমর ধামে করিল পয়ান।

২১

দেখা দিল আঁখি রমা স্বরগ-মূরতি—
এই যে আবার,
লোকনে নরক ভোগে,
জীবনের পাপ যত,
বুঝি ক্ষয় হইল আমার,
মাণিক ছটায় হাসি মুখে—
অমর প্রভাত;
উদিল, ফুটিছে এই হিয়া পারিজাত ।

২২

ওই শুনি, স্বরগীয় বীণার সুতানে—
ঝঙ্কার ললিত,
তাহে মিশাইয়ে স্বর,
গায় বুঝি কোনো দেব,
সুখবাহী প্রভাত সংগীত,
স্বরগীয় বিভাত মরুত—
প্রবহিয়া প্রাণে,
জীবন সঞ্চারী মহামন্ত্র যেন আনে ।

২৩

ওই শুনি, স্নেহ ভরা সুললিত রবে—
কেহ যেন ডাকে;
অনেক দিনের পর;
বুঝি স্বরগীয় মাতা—
স্নেহময়ী ডাকিছে আমাকে,
দিব্য স্নেহে বাঁচিয়া উঠিল,
মৃত স্নেহ সুখ,
জীবিত হইল আশা হেরিতে সে মুখ।

২৪

কিছুই নাহিক শুনি, নাহি দেখি আর,
সকলি আঁধার,
এই ত চেতনা ক্রমে,
হইতেছে বিলুপ্ত,
বহে দ্রুত নিঃশ্বাস আমার,
ধীরে ধীরে হ'তেছে মুদিত,
জীবন কুসুম,
আসিতেছে মরণের চির-সুখ-ঘুম।

অন্তর্জীবন।

১

গগনের আধ ভাঙ্গা ঘুমে,
উষা আলো স্বপনের হাসি,
সে সোণার হাসি নেহারিয়া,
ক্ষণেক মোহিত ধরাবাসী।

২

বাহিরের আঁখিরে ভুলায়,
কুহেলিকা সেই রাঙ্গা হাসি,
নাহি পশে হৃদয় ভিতরে,
বাহিরে বাহিরে ফিরে ভাসি।

৩

অন্তরে নিগূঢ় রূপ-তৃষা,
পরাণ তাপিছে ধীরে ধীরে,
সে পিপাসা তরপণ-সুধা,
মিলে কিরে খুঁজিলে বাহিরে?

৪

জড় জগতের নভে যবে,
শোভে শশী হাসির নিঝর,
শত মুখে উছলিয়া ঝরে,
হাসি সুধা দিগ্ দিগন্তর।

৫

সে সুধারে শুধু, চোখে লয়ে—
খেলে—বুকে অলি মাখা ফুল,
এ সুধা তপত আঁখি চাহে,
নাহি চাহে হিয়া তৃষাকুল।

৬

রূপের অফুট পিপাসায়,
এ হিয়া হইয়া বেয়াকুল,
বাহির জীবনে খুঁজে খুজে,
জনমে করিল কত ভুল।

৭

হেরিনু উজল রূপ-রাশি,
মধুরতা মাদকতাময়,
মোহ অন্তে বুঝিনু, এ রূপ—
অন্তরের চির তরে নয়।

৮

দেখিনু—আরেক রূপ পুন,
সখ্য মায়া-মধু মাখা তায়,
ক্ষণ তরে এহৃদ্ আকাশ,
আলোকিত সে হাসি ছটায়।

৯

সে আঁখি হইতে বাহিরিয়া,
কত যে ভাবের ছায়াবাজি,
ক্ষণেক বিচরি বেড়াইল,
এ হিয়া গগনে মাঝামাঝি।

১০

সে সুখের আলো ফুরাইল,
সে সাধের ছায়াবাজি গেল,
দু'চারি পলক পালটিতে,
যে তিমির, সে তিমির এল।

১১

ক্ষণেকের ভাবের খেলায়,
পূরিল না হিয়া ভরা আশা,
হৃদে ছিল জেগে আঁখি মুদে,
নয়ন মেলিল সে পিপাসা।

১২

বাহির জীবন ভূমে যেন—
স্বরগ হইতে নামি আসি,
দেখা দিল দ্বিতীয়ার চাঁদ,
দিবায়, নিশায়, তমোনাশী ;

১৩

লাবণ্যে পুণ্যের ছায়া খেলে,
সুধা ঝরে আধ আধ বোলে,
মাটী ধূলি মাখা তনু খানি,
সাধে তুলে লইলাম কোলে।

১৪

শিশু আগে কাঁদিতে চাহিয়া,
কোলে আসি হাসিয়া ফেলিল,
কপোলে পড়িয়া অশ্রুকণা—
হাসি সনে মিশিয়া রহিল।

১৫

সাদা সাদা দন্ত কলি গুলি,
দেখায়ে হাসিল একবার,
তিলেকের তরে যেন শিশু,
খুলে দিল স্বরগ দুয়ার।

১৬

অশ্রু ছাকা হাসি লয়ে দিঠে,
মুখ পানে মোর তাকাইল,
নয়নের পলকে পলকে,
স্বরগের আলো ছড়াইল।

১৭

শিশু যেন এনে দিল হাতে,
কি যেন হইয়াছিনু হারা,
ঢেলে দিল তৃষিত পরাণে,
লুকানো কি এক সুধা-ধারা।

১৮

ভাল কোরে মিটিলনা সাধ,
তৃষা আরো প্রবল হইল,
তৃষা যেন বাহির জীবনে—
চরাচর ছাড়ায়ে উঠিল।

১৯

ক্ষুদ্র এই বাহির জীবন,
পরিমিত তারি লীলা ঠাঁই,
জানিলমে—বাহির জগতে,
তৃষা অনুরূপ সুধা নাই।

২০

কোথা আছে আরেক জীবন ?
তারি তরে উপজিল সাধ,
কত যে ফিরিনু ঘুরে ঘুরে,
তিয়াসে হইয়া উন্মাদ।

২১

জানিলেম—অন্তর বাহির—
উভয় জীবন মিশে আছে,
এ দোহার মাঝে মায়াময়,
কি এক পরদা রহিয়াছে।

২২

জ্ঞান বলে—আর ভাব গুণে—
যবনী ঘুচায়ে অনায়াসে,
অন্তর জীবন দেবলোকে,
প্রবেশিনু সুধা অভিলাষে।

২৩

নেহারিনু কিবা অদ্ভুত !
দিবায় নিশায় মিশামিশি,
আধ ভাগে নিদাঘের দিবা,
আধ মধু পূরণিমা নিশি।

২৪

আধ নভ মেঘ হীন নীল,
তাতে রবি প্রখর-কিরণ,
আধ নভে সাদা সাদা মেঘ,
সুধাকর আঁখি-বিনোদন।

২৫

আধ ভাগে শীর্ণ তরু লতা,
নাহি ফোটে ফুল, নাহি পাখী,
হুহু করি বহিছে পবন,
উড়িছে বালুকা, ঝাপি আঁখি।

২৬

আধ ভাগে সবুজ বনালী,
বহে মৃদু বায়ু, হাসে ফুল,
হাসে দিক্, হাসে যেন ভূমি,
হাসে বারি, গায় পাখিকুল।

২৭

মধ্য দিবা বিরাজে যে ভাগে,
ঘুরিতে লাগিনু সেই খানে,
কি এক দারুণ কঠোরতা,
পশিতে লাগিল আসি প্রাণে।

২৮

পলকে লুকা'ল, উদেছিল,
আধ নভে যে চাঁদ যে তারা,
এসেছিল যে জোছনা চিতে,
নিমেষে হলেম তায় হারা।

২৯

ভাবাচ্ছাদী জ্ঞানের নিদেশে,
ধ্যান লয়ে মুদিনু নয়ন,
শূন্যে যেন হৃদয় পড়িল,
ক্ষণেকে শুকায়ে গেল মন।

৩০

উদিলনা পুলকের লেশ,
ঝরিলনা অশ্রু এক কণা,
ফুটিলনা ভাবের সংগীত,
জাগিলনা পরম সাধনা।

৩১

ভাবিলেম—সে সুধা যে লভে,
আনন্দ উথলে হৃদে তার,
সে ত রহে ভাবে সদা ভোর,
এ কেবল কঠোরতা সার।

৩২

ক্ষণেক আকাশে ভ্রমি যেন—
দ্যুতি লয়ে করি মিছে খেলা,
বিমুখিয়া ফিরিনু হতাশে,
জ্ঞানেরে করিয়া অবহেলা।

৩৩

অন্তর জীবন লোক মাঝে,
এই শুষ্ক যোগের প্রদেশ,
মহাভানু রূপে তীব্র তপ,
বুঝিতে পাইনু অবশেষ।

৩৪

প্রিয়া, সখা, বালকের কাছে,
যে কোমল ভাব পেয়েছিনু,
হারা'নু হারা'নু বুঝি তায়—
এই ভেবে ব্যথিত হইনু।

৩৫

সেখান হইতে দ্রুত বেগে,
সরিয়া গেলাম বহু দূর,
লুকাইল দিবা, দেখা দিল—
সে নিশীথ—জোছনা-মধুর।

৩৬

সাধের শীতল নিশা পেয়ে,
পাশরিনু সেই দিবা তাপ,
কৌমুদী তরঙ্গে যেন আঁখি,
চকোর আকারে দিল ঝাঁপ।

৩৭

শুনিতে লাগিনু, দূরে যেন—
স্বরগীয় ঐকতান গীত,
হৃদে পশি নাচিতে লাগিল,
অমিয়ার ঢেউ সুললিত।

৩৮

বিস্ময়ে ভাবিনু—কোন্ ঠাঁই
গায় কারা?—বুঝিতে পারিনা,
দূরে থেকে মন কেড়ে নিতে,
কে বাজায় বিমোহিনী বীণা।

৩৯

বুঝিতে নারিনু—কোথা হ'তে,
সুসৌরভ আসিতেছে ছুটি,
না জানি কেমন সে কুসুম,
কোন্ বনে রহিয়াছে ফুটি।

৪০

আসি মোর মরমে পশিল,
মুরলীর মোহ-বাহী ধ্বনি,
তারি সাথে মিশিয়া আসিল,
নূপুরের মৃদু রণ রণি।

৪১

বেণুর সুতান অনুসরি,
এ হৃদয় হয়ে মাতোয়ারা;
যাইতে সুদূর পথে যেন
হয়ে গেল আপনারে হারা।

৪২

মাতিয়া উঠিল রূপ-তৃষা,
উপজিল মিলন-পিপাসা,
উপজিল বিরহের তাপ,
উপজিল স্বরগীয় আশা।

৪৩

নয়নের পথে অশ্রু রূপে—
হৃদয় গলিয়া বাহিরিল,
বাহিরিয়া পরাণের ঢেউ—
রোমাঞ্চ আকারে উথলিল।

৪৪

জানিনু, প্রাণের অতি কাছে;
সেই সুধারাশি রহিয়াছে,
কেমন কঠোর এক বাধা—
মোরে অতি দূরে রাখিয়াছে।

৪৫

সমীপেই তারি লীলা ভূমি,
আজনম খুঁজিতেছি যায়,
বৎসল ভাবের প্রভাবে,
অবহেলে ঘুচাব বাধায়।

৪৬

বিরাজে সাধের লীলা ধামে,
শিশু রূপে উপাস্য আমার,
ব্যাকুলতা বড়ই বাড়িল,
সে রূপ দেখিতে একবার।

৪৭

বড় সাধ, প্রাণের শিশুরে—
আজীবন কাছে কাছে রাখি,
হাসি ভরা চাঁদ মুখ পানে,
নিমেষ হারায়ে চেয়ে থাকি।

৪৮

বড় সাধ, শিশুরে আবার,
কথায় ভুলায়ে কোলে আনি,
রাখিয়া এ বুকের উপরে,
চুমি—মধুঝরা মুখ খানি।

৪৯

এই সাধ, ছোট অঞ্জলিটী,
ভ'রে দিব বকুলের ফুলে,
যত বার দিবে ছুরে ফেলে,
তত বার দিব তুলে তুলে।

৫০

হাত হ'তে খেলনাটী টেনে—
কেড়ে নিয়ে তিলেক কাঁদাব,
আবার হঠাৎ হাতে দিয়ে,
মুখ ভরা হাসিটী হাসাব।

৫১

তিলেক আড়ালে লুকাইয়া,
দেখিব, সে খোজে কি না মোরে,
চৌদিক তাকালে মোর তরে,
কাছে গিয়া হাসাব শিশুরে।

৫২

ঘুরে ফিরে বেড়ায় যখন,
ছায়ার মতন বেড়াইব,
অঙ্গুলি নিদেশি চারিদিকে,
শাখী, পাখী, ফুল, দেখাইব।

৫৩

বার বার হেসে সুধাইব,
ফুটিবে সে চাঁদ মুখে বাণী,
শুনিব—সে চাঁদ মুখে গীত,
রাঙ্গা পায় নূপুর বাজনি।

৫৪

শিশুরূপী বিভুরে এরূপে—
স্নেহভাবে করিব অর্চ্চনা,
হৃদি মাঝে ফুটিবে প্রার্থনা,
সফল হইবে উপাসনা।

৫৫

ভাবময় প্রকৃতির লীলা,
রাগময় ভকতি ভুবনে,
সেখানে আসীন ভগবান্,
স্বরগীয় ভাব সিংহাসনে।

কবি-জীবন।

১

আরসী'টী লয়ে, আপনার মুখ—
নেহারিনু আজীবন,
হ'লনা পুরণো, এযে অফুরাণো,
বাহিরে লুকানো ধন।

২

আপনার ভাবে, মজিয়া আপনি,
বিভোর—পাগল পারা,
পলে পলে যেন পারিজাত বনে,
হই আপনারে হারা।

৩

নিমেষে নিমেষে ভাব উছলানো,
তিলে তিলে রূপ নব,
এ দোহার গুণে, টেনে এনে বুকে,
পুষিতে চাহিনু ভব।

৪

আমার রূপেরে, ভাবেরে, জগত্—
নাই বা বাসুক ভাল,
আপনার রূপ, আপনার ভাব,
আপন হিয়ার আলো।

৫

স্নেহে আবরিতে চাহিনু জগত্,
জগতের কোথা স্নেহ ?
পরাণের গীত, মরমের কথা,
নাইবা শুনুক কেহ।

৬

আপনার গীত, হৌক বা বেসুর,
তবু তারে ভালবাসি,
পরাণ খুলিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অশ্রু অমিয়ায় ভাসি।

৭

জগতের তানে, জগতের গানে,
পরাণ জুড়া'তে চাই,
কত যে সংগীত, কাণে ভেসে ফিরে,
পরাণে না পায় ঠাঁই।

৮

চাঁদেরে হেরিয়া, মিছে হাসি কাঁদি,
হাসেনা কাঁদেনা শশী,
আমার যেচাঁদ, সে ত হাসে কাঁদে,
হাসি কাঁদি কাছে বসি।

৯

এলে মধু ঋতু, তারি প্রেম-কণা—
পরাণ লভিতে চায়,
মধুর মাধুরী, নয়নের কোণ—
অলসি ফুরায়ে যায়।

১০

আপন বসন্ত, আপনারি কাছে,
সে বসন্তে মিছে ডাকি,
এ দেহে রোমাঞ্চ—ফোটে কত ফুল,
নাচে গায় মন পাখী।

১১

চপল জগত্ আঁকিতে চাহিয়া,
দিশাহারা হয়ে থাকি,
আপনারছবি, আপনি আঁকিয়া,
মুছিয়া আবার আঁকি।

১২

নারিনু বুঝিতে, আপন ছবিটী—
হ'ল কিনা হ'ল ঠিক,
নিজ পরিচয়, অসীম প্রান্তর,
তাহে হারাইনু দিক্।

১৩

কে আছে এমন যে আমারে চিনে,
চিনিবে এ ছবি খানি,
কারেই দেখাব—কেউ কি আছেরে?—
যারে আমি চিনি জানি।

১৪

মিছে ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে ফিরি,
সকলি অচেনা লাগে,
যে আধেক চেনা, সে ত কলপনা,
আধ ঘুমে আধ জাগে।

১৫

কলপনাময়ী রূপভাবময়ী—
কবিতারূপিণী মায়া,
সদা তারে ভাবি, থাকুক যদিও
চেনা জানা ছায়া ছায়া।

১৬

শুধা'লে যদিও নাহি কহে কথা,
মুখ পানে থাকে চেয়ে,
কভু কভু তার, কাছে কাছে ফিরি,
স্নেহের আভাস পেয়ে।

১৭

এ জীবন স্রোত বহে এক দিকে,
সম্মুখে নিঠুর বাঁধ,
বেগে আগুসরি, ফিরে আসে পুন,
ছুটিবারে চির সাধ!

১৮

ভেঙ্গে যাবে বাঁধ, কবিতা যখন,
সদয় নয়নে চাবে,
জীবন আমার অনন্ত গতিতে,
অনন্তের পানে ধাবে।

১৯

অনন্তের ফোঁটা অনন্তে মিশিবে,
আসিবেই এ সময়,
আমার এরূপ, আমার এ ভাব;
মরতের কেউ নয়।

সুখময় জীবন।

১

সকলি সুখের, সকলি নবীন,
ভাসিছে আমার সমুখ ভাগে,
পাখী চিরদিন—এক গীত গায়,
নিতিই নূতন নূতন লাগে।

২

শীরণ পাদপ—ঝরিয়াছে পাতা,
তবু যে আমার ভুলায় আঁখি,
নবীনতা যেন তিলে তিলে তায়—
সুখের চেহারা দিতেছে মাখি।

৩

জগত্ ভরিয়া সতত খেলিছে,
অনন্তের ঢেউ অমিয়া-ময়,
একি হাসি মাখা শত শত মুখ,
একের মতন আরটী নয়।

৪

একই হরষ অনন্ত আকারে,
অসীম উচ্ছাসে, নিখিল ভরা,
একই হাসিটী লয়ে লয়ে যেন
হাসিছে গগন, হাসিছে ধরা।

৫

সুখের যে হাসি চাঁদের বদনে,
সে হাসি আবার ঊষার মুখে,
কাড়া কাড়ি করি সে হাসিটী নিয়ে,
বিপিন, সলিল, হাসিছে সুখে।

৬

নবীন উল্লাসে, কুসুমের কলি,
লুকানো অধরে সে হাসি ধরে,
সে হাসিরে নেয় আধ ফুটো ফুল,
সে হাসি লইয়া ফুটিয়া ঝরে।

৭

অনন্ত প্রেমের অনন্ত সুখের,
নির্ঝর হইতে সে হাসি আসে,
সে হাসিতে ভাসি ফিরে এ নয়ন,
সে হাসিতে মিশি পরাণ হাসে।

৮

হাসির পুলক মাখি যেন গায়,
ঋতুগণ আসি সোহাগ করে,
স্নেহময়ী দিবা, স্নেহময়ী নিশা,
কোলে কোলে রাখি পুষিছে মোরে।

৯

সুখের জগৎ সোণার সংসার,
চির হাসি ভরা বদন ছবি,
হরষের রূপ বিষাদে আঁকিয়া,
যে দেখায়, সে ত পাষাণ কবি।

১০

সদা আমি শুনি—বাজিছে জগতে,
অনন্ত বীণায় সুখের তান,
সে সুরে মিশায়ে দুখের বেসুর,
আর যেন কেহ দহেনা প্রাণ।

